CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-135 ■ 14 February, 2026 ■ আগরতলা ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

বাংলাদেশের মসনদে বসছে বিএনপি

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। গণঅভ্যুত্থানের পর দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের পথে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বলে অনানুষ্ঠানিক ফলাফলে জানা গেছে। দুই দশক পর ক্ষমতায় ফেরার দ্বারপ্রান্তে থাকা বিএনপি ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২০৯টিতে জয় পেয়েছে। ফলে সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তাদের হাতে এসেছে। এ নির্বাচনে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ ব্যালটে অংশ নিতে পারেনি।

সংসদে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে উঠে আসছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, যারা ৬৮টি আসনে জয় পেয়েছে। অতীতে বিএনপির সঙ্গে জোটে থাকলেও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর দলটি নতুনভাবে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিএনপির মিত্রদের মধ্যে পদ্মা প্রতীকের বাইরে বিজেপি, গণসংহতি আন্দোলন ও গণঅধিকার পরিষদ একটি করে আসন পেয়েছে। অন্যদিকে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটে জাতীয় নাগরিক পার্টি ছয়টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস দুটি এবং খেলাফত মজলিস একটি আসনে জয়লাভ করেছে।

এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি আসন পেয়েছে। নির্বাচনে অংশ নেওয়া ৫০টি দলের মধ্যে ৪১টি দলএর মধ্যে আগের সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি কোনো আসন পায়নি। স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও কয়েকটি আসনে জয়ী হয়েছেন।

শেরপুর-৩ আসনে এক প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ভোট স্থগিত হওয়ায় ফল ঘোষণার পর সেই নির্বাচন সম্পন্ন হলে ৩০০ আসনের সংসদ পূর্ণ হবে।

সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র সংস্কার বিষয়ে গণভোটে প্রত্যাশিতভাবেই 'হ্যাঁ' ভোট জয়ী হয়েছে। এতে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত ৪৮ দফা সাংবিধানিক সংস্কারের প্রতি জনসমর্থন প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে প্রশ্নের কাঠামো ও প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনাও উঠেছে।

শুক্রবার অনানুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার পর বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কমিটির মুখপাত্র মাহাদি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবাদ, হট্টগোলে শেষ হল বাজেট অধিবেশনের প্রথমপর্ব, ফের ৯ মার্চ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। শুক্রবার লোকসভা দুইবার স্থগিত করা হয়েছে, বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী সদস্যদের প্রতিবাদ ও হট্টগোলের কারণে। তিন সপ্তাহের বিরতির পর সংসদ ৯ মার্চ পুনরায় অধিবেশনে মিলিত হবে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হওয়া বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বে বারবার বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি, প্রাক্তন সেনা প্রধান জেনারেল এম.এম. নারাভানের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা এবং সম্প্রতি ইপস্টেইন বিতর্কসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সরকার-বিরোধী সংঘাত ঘটেছে।

শুক্রবার লোকসভায় অধিবেশনের সময় বিরোধী সদস্যরা স্লোগান দিতে শুরু করেন এবং হাউসের ওয়েলে জমায়েত হন। তাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী-এর পদত্যাগ দাবি করেন, যিনি অভিযুক্ত আমেরিকান যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অভিযোগ উঠেছে। কংগ্রেস এমপি উজ্জ্বল রমন সিং কেন্দ্রকে প্রশ্ন করেন কোভিন সিরাপের কারণে "বহু মৃত্যুর" কাপ সিরাপ গ্রহণের কারণে কোনো মৃত্যু ঘটেনি, তাই ক্ষতিপূরণ বা সিবিআই তদন্তের প্রশ্নই উঠেনি। বিরোধীরা ওয়েলে প্রবেশ করে হরদীপ পুরীকে পদত্যাগ করতে

বিষয়ে এবং দাবি করেন, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মৃতদের প্রত্যেককে পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক এবং দোষীদের সনাক্ত করতে সিবিআই তদন্ত করা হোক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা জানান, কোভিন সিরাপ গ্রহণের কারণে কোনো মৃত্যু ঘটেনি, তাই ক্ষতিপূরণ বা সিবিআই তদন্তের প্রশ্নই উঠেনি। বিরোধীরা ওয়েলে প্রবেশ করে হরদীপ পুরীকে পদত্যাগ করতে হবে এর মতো স্লোগান চালিয়ে যান।

দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সন্ধ্যা রায় তাঁদের আসনে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁরা বিক্ষোভে অবিচল থাকায় লোকসভাকে দুপুর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।

দুপুরে পুনরায় অধিবেশনের সময় বিধানসভা কার্যক্রম কিছু সময় চলে, এরপর হাউস ৯ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে বিরোধী সদস্যরা পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে ইপস্টেইন ফাইল নিয়ে প্রতিবাদ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত ইপস্টেইন ফাইল, যেখানে হরদীপ সিং পুরী ও জেফ্রি এপস্টেইনের মধ্যে ইমেল আদানপ্রদানের উল্লেখ রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়, কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলো সরকারকে চাপে রাখার চেষ্টা করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছে, তিনি কোনোভাবে আমেরিকান যৌন অপরাধীর সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী-কে বিষয়টি নিয়ে কুৎসা ছড়ানোর অভিযোগও করেছেন।

ফোনে তারেককে শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের জয়ের পর শুক্রবার দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি নির্বাচনে জয়ের জন্য তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

ফোনালাপের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স-এ পোস্ট করে জানান, তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলে আনন্দিত। বাংলাদেশ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি। বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে তাঁর প্রচেষ্টায় আমার শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানিয়েছি। গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ দুই প্রতিবেশী দেশ হিসেবে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি। বাংলাদেশের নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ২১০টি আসনে জয়ী হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভিনন্দন খড়্গের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। মল্লিকার্জুন খড়্গে শুক্রবার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) এবং দলটির চেয়ারপারসন তারেক রহমান-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় খড়্গে বলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি মি. তারেক রহমান এবং বিএনপিকে বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনে জয়ের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভারত ও বাংলাদেশ ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি এবং বহু অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ।

তিনি আরও বলেন, একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ আমাদের অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও শান্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন বাংলাদেশকে ভারতের জনগণ সবসময় সমর্থন করবে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ও তাদের জোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের দাবি করেছে। অনানুষ্ঠানিক ফলাফলে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ২১০টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, যা নতুন সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত করেছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাশুড়িকে হত্যার দায়ে জামাতার যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। শাশুড়িকে গলা টিপে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত সত্যজয় ত্রিপুরাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করল বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালত। বৃহস্পতিবার এই রায় ঘোষণা করেন আদালতের বিচারক গোবিন্দ দাস।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে বাইখোরা থানাধীন রামসুন্দর পাড়া এলাকায় এই পৈশাচিক ঘটনা ঘটে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভ্যালিডেশন অ্যাক্টের প্রতিবাদে দেশজুড়ে আন্দোলনে নামছে কেন্দ্রীয় পেনশনাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। কেন্দ্রীয় সরকারি, কেন্দ্রীয় স্বশাসিত সংস্থা এবং অধিগৃহীত সংস্থাগুলির পেনশনারদের মধ্যে বিভাজন তৈরির অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের প্রণীত তথাকথিত 'ভ্যালিডেশন অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। পেনশনারদের দাবি, এই আইনের মাধ্যমে পুরনো পেনশনারদের নতুন পেনশনারদের মতো পেনশন পুনর্বিন্যাসের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে।

তাঁদের অভিযোগ, অষ্টম বেতন কমিশনের ঘোষণা হওয়ার প্রায় নয় মাস পর গত বছরের ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স প্রকাশ করলেও সেখানে পুরনো পেনশনারদের বিষয়ে কোনও স্পষ্ট উল্লেখ রাখা হয়নি। এর ফলে পেনশন পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে বৈষম্যের আশঙ্কা আরও জোরালো হয়েছে বলে মত অবসরপ্রাপ্তদের একাংশের। পেনশনারদের বক্তব্য, পেনশন কোনও দয়ার দান নয়, এটি 'ডেফার্ড ওয়েজ' বা বিলম্বিত প্রাপ্য। অবসরকালীন জীবনে মর্যাদা রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমতার অধিকার নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। অতীতে শীর্ষ আদালতও পেনশনারদের মধ্যে বৈষম্য অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছিল। সেই অনুযায়ী সপ্তম বেতন কমিশন পর্যন্ত নতুন ও পুরনো পেনশনারদের সমান হারে বেতন ও পেনশন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল।

আন্দোলনকারীদের দাবি, বর্তমান পদক্ষেপের প্রভাব শুধু কেন্দ্রীয় পেনশনারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; এর প্রভাব পড়তে পারে রাজ্য সরকারি পেনশনারদের ওপরও। কেন্দ্রীয় পেনশনারদের অষ্টম বেতন কমিশনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হলে রাজ্য সরকারি পেনশনাররাও বঞ্চিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ব্যাংক, বিএসএনএল ও এলআইসি-র পেনশনাররা এই প্রক্রিয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি, নিউ পেনশন স্কিম চালুর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সরকারি সংস্থাগুলির পেনশন প্রদানের দায় থেকেও সরে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়বে বিএনপি

সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। পূর্বের সবকিছু ভুলে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবে নবনির্বাচিত বিএনপি সরকার। বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এমনটাই বললেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি বলেন, ভারতবাসী হিসেবে সবসময় বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, সেখানের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সহ অস্থিরতার অবসান হোক সেটাই প্রত্যাশা ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের জয় নিয়ে ইতিমধ্যেই টুইট করেছেন, তিনিও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী বিএনপি সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন, ভারত বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে দুই দেশের আত্মীয়তা বজায় থাকবে বলেই তিনি আশাবাদী। তাঁর কথায়, গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দু'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদৃঢ় হবে আশাবাদী রাজ্যের ব্যবসায়ীমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জনগণের রায়ে বাংলাদেশে সরকার গঠন করেছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট। প্রাপ্ত মোট ২১০টি জয়লাভ করে পথে এগিয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর সম্পর্ক, বিশেষ করে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করেছেন রাজ্যের ব্যবসায়ী মহল। দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান রাজ্যের অর্থনীতির

ফলাফল অনুযায়ী, জোট আসেন সরকার গঠনের নতুন সরকার ভারত-বাংলাদেশ ত্রিপুরার সঙ্গে বাণিজ্যিক হবেএমনটাই আশাবাদ ব্যক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে আয়ুর্বেদিক ও হোমিও মেডিক্যাল কলেজের ক্লাস শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। আগামীদিনে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য মোট ৪৪৫টি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ দুটিতে পঠনপাঠন শুরু হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গতকালের মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী জানান, রাজ্যে প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা ইনফরমেশন টেকনোলজি সার্ভিসের ৩৩০টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে অ্যাসিস্টেন্স টেকনিক্যাল অফিসার, ডেপুটি টেকনিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল অফিসার, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার নামে এই পদগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরমধ্যে টি.পি.এস.সি''র মাধ্যমে সরাসরি ২২০টি অ্যাসিস্টেন্ট টেকনিক্যাল অফিসার পদে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রোনিক ও টেলিকমিউনিকেশন, আই.টি.-তে ব্যাচেলর এবং এম.সি.এ. ডিগ্রিধারীরা নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বাকি ১১০টি পদ দপ্তরের পদোন্নতির ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। তিনি বলেন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে ১১০ জন ভেটেরিনারি অফিসার নিয়োগ করা হবে। টি.পি.এস.সি.''র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত

সাত সকালে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। সাতসকালে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় ধর্মনগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা যায়, গতকাল ভোর আনুমানিক ৩টা নাগাদ রবীন্দ্র দাস বাড়ি থেকে বের হন। তাঁর বাড়ি ডুপিরবন্দ লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি পেশায় দিনমজুর। এরপর আর তিনি বাড়ি ফেরেননি।

শুক্রবার সকালে তাঁর স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পাশের তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। বিষয়টি নজরে আসতেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে আগরতলা - গুয়াহাটি হাই স্পিড ট্রেন চালুর দাবি রাজীবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও সময়োপযোগী করে তুলতে সংসদে আগরতলা—গুয়াহাটি রুটে একটি হাই-স্পিড ট্রেন চালুর দাবি জানিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

সংসদের তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে উত্তরপূর্বাঞ্চলকে হীরা মডেল উপহার দিয়েছেন। বর্তমদনে ত্রিপুরা বর্তমানে ব্রডগেজ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে ভালোভাবে সংযুক্ত। আগরতলা থেকে কলকাতা, নয়াদিল্লি ও গুয়াহাটির মতো বড় শহরে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের মতো ট্রেন চলাচল করে। এদিন তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ আরও মজবুত করতে আধুনিক ও দ্রুতগতির ট্রেন পরিষেবা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট সিটির কাজ স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সফরমেশন-র কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা)মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পগুলি রূপায়ণের বিষয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট সিটির বিভিন্ন প্রকল্পগুলির কাজ চলাকালীন কোন অবস্থাতেই নাগরিকদের চলাচলে যেন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা পুরনিগম এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। তাছাড়া আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বিভিন্ন জায়গায় ড্রেন নির্মাণের বিষয়েও বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, প্রতিটি কাজ স্বচ্ছতা বজায় রেখে সম্পন্ন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা শহর এলাকায় বিভিন্ন ওয়াটার এটিএমগুলির অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন এবং এইগুলি সবসময় চালু রাখার জন্য উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেন। আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের উদ্যোগে এই সভায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 14-02-2026, 01:00

জাগরণ আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২ ফাল্গুন, শনিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্ব

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করিবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন।মূল বার্তাগুলো হইল সহযোগিতা বৃদ্ধি। তিনি দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে একযোগে কাজ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।ভারত সর্বদা একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পাশে থাকিবে বলিয়া তিনি পুনর্ব্যক্ত করিয়াছেন।প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যকার গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ওপর তিনি আলোকপাত করিয়াছেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের পক্ষ থেকে এই বার্তাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইতেছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিএনপির 'উল্লেখযোগ্য জয়'-এর জন্য তারিক রহমানকে শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।প্রধানমন্ত্রী মোদী বার্তায় বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রায়কে আমরা সম্মান জানাই। আপনার নেতৃত্বে দল যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহার জন্য অভিনন্দন।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতেও দুই দেশের উন্নয়ন ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি।কূটনৈতিক মহলের মতে, এই শুভেচ্ছা বার্তা কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান কৌশলগত সম্পর্কের ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত। বাণিজ্য, সংযোগ পরিকাঠামো, সীমান্ত সহযোগিতা এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে দুই দেশের যৌথ উদ্যোগ ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও সেই সম্পর্ক অব্যাহত থাকিবে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মত, বাংলাদেশে ক্ষমতার সমীকরণে পরিবর্তন আসিলেও ভারত তাহার নীতিতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে চাইছে। দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়।অন্যদিকে, বিএনপি শিবিরে মোদীর শুভেচ্ছা বার্তা ইতিবাচক সাড়া ফেলিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে তাহারা গুরুত্ব দেবে। সব মিলাইয়া, বাংলাদেশের নির্বাচনী ফলাফলের পর নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। আগামী দিনে এই সম্পর্ক কোন পথে এগোয়, সেদিকেই এখন নজর কূটনৈতিক মহলের।

নাবালিকা বিবাহের খবর পেয়ে প্রশাসনের অভিযান, বিয়ের কথা অস্বীকার পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরার গ্রামীণ এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা ক্রমশই বেড়ে চলছে। সরকারি আইন ও সচেতনতা কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তার প্রভাব কতটা পড়ছে,তা নিয়েই উঠছে নানা প্রশ্ন। সম্প্রতি উত্তর জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'বাল্যবিবাহ মুক্তির শপথ রথ'-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। তবে সেই শপথ কতজন মানছেন, আজকের দিনে তা উদ্বেগের বিষয় বলে মনে করছেন সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন।

আইন অনুযায়ী ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের সাংবিধানিক বয়স না হলে সেই বিবাহ আইনত দণ্ডনীয় ও অপরাধ। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় বহু অভিভাবকরা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে এই আইন মানছেন না বলেই অভিযোগ। চাইল্ড লাইন ও প্রশাসন একাধিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে বাল্যবিবাহ রুখতে সক্ষম হলেও, এর স্থায়ী সমাধান কোথায় তা নিয়ে বড় প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

এরই মধ্যে গত কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর ত্রিপুরার জেলার ধর্মনগর মহকুমার চুরাইবাড়ি থানাধীন চান্দপুর এলাকায় এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাবালিকা মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ার খবর পায় প্রশাসন। সেই অনুযায়ী চাইল্ড লাইন ও মহকুমা শাসকের উদ্যোগে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডেপুটি কালেক্টর অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট তনুজিৎ সাহা।অভিযানের সময় নাবালিকা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিয়ের খবরটি অস্বীকার করেন। তাঁদের দাবি, মেয়েটি এখনও পড়াশোনা করছে এবং ১৭ তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ায় বিয়ের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

তবে প্রশাসনের তরফে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে নাবালিকার অভিভাবকদের দিয়ে একটি মুচলেকায় স্বাক্ষর করানো হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় ১৮ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে দিলে আইনত শাস্তি ও জরিমানার মুখে পড়তে হবে। এ বিষয়ে ডিসিএম তনুজিৎ সাহা জানান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনের তরফে নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচি চালানো হচ্ছে।

বিশেষ করে একটি সচেতনতা রথের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আইন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁর কথায়, "বাল্যবিবাহ রোধের একমাত্র কার্যকর উপায় হল সচেতনতা বৃদ্ধি।তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন, বাল্যবিবাহের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে।সব মিলিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছেশপথ, আইন ও অভিযানের পাশাপাশি সমাজ কি সত্যিই মানসিকভাবে বাল্যবিবাহ মুক্তির পথে এগোচ্ছে? নাকি সচেতনতার অভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বারবার একই চক্রে আটকে পড়ছে ?

জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা মাস উপলক্ষে মেলার মাঠে সচেতনতা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: জাতীয় রোড সেফটি মাস উপলক্ষে শ্রমিক ও রিকশা-অটোচালকদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় মেলার মাঠ ক্লাব গৃহ প্রাঙ্গণে। পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সড়ক নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দপ্তরের রেজিস্ট্রিক অথরিটি দিবাকর দাস, মজদুর মনিটরিং সেলের সভাপতি বিপ্লব কর এবং পরিবহন দপ্তরের এমবিআই বিশ্বজিৎ দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা, বৈধ কাগজপত্র সঙ্গে রাখা, অতিরিক্ত যাত্রী না তোলা এবং সচেতনভাবে গাড়ি চালানোর ওপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত শ্রমিক ও চালকদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাঁদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। আয়োজকদের মতে, এ ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

উদীয়মান ভারতের জন্য একটি বাজেট: বিকশিত ভারতের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে বস্ত্রশিল্প

শ্রী গিরিরাজ সিং
কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী

বিশ্বজুড়ে ব্যাপক অনিশ্চয়তার সময়ে আত্মবিশ্বাস, প্রত্যয় এবং একটি স্পষ্ট সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত প্রদান করেছে ২০২৬-২৭ সালের বিকশিত ভারত বাজেট। ভারত আজ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। ৪.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির আকার, জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশে অনুমান করা হয়েছে, এফডিআই প্রবাহ ৭৫০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে এবং মূলধনী ব্যয় ২০১৪ সালে ১.৯ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ছয়গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬ সালে ১২.২১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা বাজেটটিকে পরিকাঠামো-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে স্থিত করছে। এটি ভারতের প্রবৃদ্ধির গতিপথে সমষ্টিগত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সুস্থায়ী আন্তর্জাতিক আস্থা উভয়কেই তুলে ধরেছে। প্রধান সংখ্যাসমূহের বাইরে, এবারের বাজেটটি একটি স্পষ্ট কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির উপর মনোনিবেশ এবং শ্রমনিষ্ঠ উৎপাদনের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তৈরি করা হয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বস্ত্র।

ঐতিহ্যবাহী শক্তি থেকে কৌশলগত সুবিধা - বিকশিত ভারতের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে বস্ত্রশিল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কৌশলগত নেতৃত্বে, গত বছরটি বস্ত্র খাতের জন্য একটি নির্ধারক মোড় নিয়েছে। ১৮টি এফটিএ-র মাধ্যমে, ভারত এখন ৮০০ বিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক আমদানি বাজারের মধ্যে প্রায় ৪৬৬ বিলিয়ন ডলারের বস্ত্র বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার পেয়েছে যা ১১০ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন বাজারে পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে গত বছরের তুলনায় রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ স্তরে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাজার প্রবেশাধিকারকে পূর্ণতা দেয়ার পাশাপাশি, কিউসিওগুলি অপসারণ করায় কমপ্লায়েন্সের বোঝা হ্রাস পেয়েছে, আর জিএসটি সংস্কার দীর্ঘদিনের বিপরিত শুল্ক কাঠামোর সমাধান করেছে, যা এই খাতটিকে দৃঢ়ভাবে ফাইবার-নিরপেক্ষ কাঠামোর দিকে অগ্রসর করেছে। এই পদক্ষেপগুলো একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেছে। বাজেট ২০২৬ কে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে এর ধারাবাহিকতা এবং পরিসর। কটন প্রোডাক্টিভিটি মিশন এবং বিস্তৃত অর্থনৈতিক সংস্কারের মতো উদ্যোগগুলো এখন পাইলট প্রকল্প থেকে পূর্ণ বাস্তবায়নযোগ্য প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত হচ্ছে, যা কাঠামোগত সংস্কারের মূল সারমর্মকে নির্দেশ করছে। বিগত কয়েক দশক ধরে, বস্ত্র শিল্পকে প্রধানত কল্যাণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। এটি একটি নির্ধারিত পরিবর্তনকে নির্দেশ করছে, যা বস্ত্র শিল্পকে পরিমাণ, প্রতিযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় বৃদ্ধির জন্য একটি মূল শিল্প নীতি হিসেবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

এই ধরনের হস্তক্ষেপের কারণ স্পষ্ট। ভারতের টেক্সটাইল এবং পোশাক খাত জিডিপির প্রায় ২.৩ শতাংশ ভূমিকা রাখে, শিল্প উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ ভূমিকা রাখে এবং ৫.২ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে, যা এটিকে অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ করে তুলেছে। বিশ্বব্যাপী টেক্সটাইল এবং পোশাক রপ্তানিতে ভারতের অংশ প্রায় ৪ শতাংশ হলেও, এটি সম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য সুযোগকে তুলে ধরেছে। সরকার এরজন্য একটি স্পষ্ট এবং উচ্চাভিলাষী মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে টেক্সটাইল খাতকে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা এবং রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা।

সংস্কার কৌশলের প্রথম স্তম্ভ হল মূল্য শৃঙ্খল একীকরণ, যা ২০৩০ সালের মধ্যে বস্ত্র খাতের ২৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন কাঁচামালের চাহিদা পূরণের স্পষ্ট লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছে। এটি প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় তন্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফাইবারের মূল্য অস্থিরতা বর্তমানে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ ইনপুট অনিশ্চয়তার জন্য দায়ী, যা সরাসরি মার্জিন, উৎপাদন পরিকল্পনা এবং রপ্তানি মূল্যের ওপর প্রভাব ফেলছে, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে। এই উদ্যোগসমূহ তুলা, কৃত্রিম ফাইবার এবং উদীয়মান নতুন যুগের ফাইবারে অভ্যন্তরীণ প্রাপ্যতাকে শক্তিশালী করছে, ফাইবার থেকে তৈরি পণ্য পর্যন্ত পুরো ভ্যালু চেইনকে দৃঢ় করছে। কাঁচামালের সরবরাহ স্থিতিশীল করছে, বাজেট মার্জিন দৃশ্যমানতা বাড়িয়ে, পরিকল্পনার নির্ভরশীলতাকে উন্নত করছে এবং উৎপাদনকারীদের রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করছে, যা নিশ্চিত করছে যে বস্ত্রখাতটি ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণের জন্য স্থায়ীভাবে সম্প্রসারণ করতে সক্ষম।

বস্ত্র খাতের পিছনে একটি প্রধান বাধা হল এর উৎপাদনশীলতা এবং পরিমাণকে সীমিত করে এমন লিগ্যাসি উৎপাদন ক্লাস্টারের উপর নির্ভরশীলতা। উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ খরচ কমাতে এই বাস্তুতন্ত্রের আধুনিকীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। ২০২৬ সালের বাজেট দেশব্যাপী ২০০টি শিল্প ক্লাস্টারের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সরাসরি এই চাহিদাকে পূরণ করবে। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, ক্লাস্টার-ভিত্তিক উৎপাদন শ্রম উৎপাদনশীলতা ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারে এবং প্রতি ইউনিট সরবরাহ খরচ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে। মেগা টেক্সটাইল পার্ক, সাধারণ প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা এবং প্লাগ অ্যান্ড প্লে ইকোসিস্টেমে বিনিয়োগ স্কেলে স্থির খরচ কমিয়ে দেয়, ছোট উৎপাদকদের স্থানচ্যুত না করে এর সম্প্রসারণ সম্ভব করে, যা শ্রম-নিবিড় খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য বিষয়।

বস্ত্র খাতের রূপান্তরের মূলে রয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কর্মীবাহিনীর প্রস্তুতি। প্রতি কোটি বিনিয়োগে মূলধন-নিবিড় শিল্পের তুলনায় বস্ত্র শিল্প প্রায় তিনগুণ বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করে। এক্ষেত্রে ধারাবাহিক উদ্যোগগুলি মূল্য শৃঙ্খলে দক্ষতা এবং কর্মসংস্থান তৈরির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে করা হচ্ছে। এই ক্লাস্টার-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির জন্য বস্ত্র খাতের সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থান প্রকল্পটি আগামী পাঁচ বছরে ২ থেকে ৩ কোটি অতিরিক্ত জীবিকা নির্বাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সমর্থ ২.০ এর মাধ্যমে এই গতি আরও জোরদার করা হয়েছে, যার জন্য ২০২৬ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে ১৫ লক্ষ শিল্প-প্রস্তুত কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ২,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এনআইএফটি, আইআইটি, আইআইএইচটি, আইটিআই এবং এসভিপিআইএসটিএম- এর সাথে অংশীদারিত্ব আরও গভীর করে, আমরা দক্ষতা বৃদ্ধিকে প্রকৃত উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং নকশার প্রয়োজনীয়তার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করব, যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতার ব্যবধান ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো।

এই কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগকে স্থায়ী বৃদ্ধিতে রূপান্তরের জন্য, টেক্সটাইল ভ্যালু চেইনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্প্রসারণ এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ করার জন্য আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে। এমএসএমইগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান, বাজেট ২০২৬ এর একটি কেন্দ্রীয় ফোকাস, যা টেক্সটাইল ইকোসিস্টেমের মূল ভিত্তি, এবং যা সরাসরি এমএসএমইগুলির সবচেয়ে বড় বাধা - নগদ প্রবাহকে -মোকাবেলা করে। ১০,০০০ কোটি এমএসএমই গ্রোথ ফান্ড, শক্তিশালী ট্রেডস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্প্রসারিত ইনভয়েস ফাইন্যান্সিং এবং দ্রুততর সরকারি পেমেন্ট চক্র কর্মপুঁজির চাপ কমায়, কারণ বিলম্বিত পেমেন্ট মাত্রই বছরে প্রায় ১৫ শতাংশ এমএসএমই মূলধন আটকে থাকা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই কাঠামোগত পরিবর্তন কারখানার বাইরেও তাঁত এবং হস্তশিল্পের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত রয়েছে, যা গ্রামীণ এবং আধা-শহুরে ভারতের প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করে। মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ উদ্যোগ এবং ওডিওপি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শক্তিশালী জাতীয় তাঁত ও হস্তশিল্প কর্মসূচি, এই খাতকে জীবিকা নির্বাহের সহায়তা থেকে দক্ষতা, ব্র্যান্ডিং এবং স্থায়ী বিশ্ব বাজারে প্রবেশাধিকারের দিকে নিয়ে যাবে, যাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত এবং জাতীয়ভাবে বিতরণ করা হয়। ২০২৬ সালের বাজেটে টেক্স ইকো উদ্যোগের মাধ্যমে টেক্সটাইল খাতে স্থায়িত্বকে একটি নকশা নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, মূল্য শৃঙ্খলে পরিবেশগতভাবে দায়ী অনুশীলনগুলিকে একীভূত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের রপ্তানি প্রতিযোগিতার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে স্থায়িত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাজেট পাটিগণিত থেকে জাতীয় দিকনির্দেশনা - বিকশিত ভারতের পথ

প্রথমবারের মতো, বস্ত্রখাতকে একটি ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্র হিসেবে নয় বরং চাকরি এবং উদ্যোক্তার ভবিষ্যৎমুখী ইঞ্জিন হিসেবে স্থান দেওয়া হচ্ছে। ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষমতাসম্পন্ন, এই খাতটি ভারতের শ্রমঘন প্রবৃদ্ধির কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিকশিত ভারত বাজেট নতুন প্রজন্মের টেক্সটাইল স্টার্টআপ এবং স্কেলেবল এন্টারপ্রাইজের ভিত্তি তৈরি করবে। কর্মসংস্থান, দক্ষতা এবং স্থায়িত্বকে মূলে রেখে, বাজেট অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি স্পষ্ট, তথ্য-ভিত্তিক পথ প্রদান করে। এটি উৎপাদনশীল চাকরি এবং প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগে ভারতের প্রত্যাবর্তনকে সোনে কি চিড়িয়া হিসেবে নোঙ্গর করবে, বিকশিত ভারত ২০৪৭ এবং তার পরেও রূপ প্রদান করবে।

আজ অসম সফরে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন একাধিক প্রকল্পের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল ১৪ ই ফেব্রুয়ারি আসাম সফর করবেন। সকাল ১০:৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী ডিব্রুগড়ের মোরান বাইপাসের ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফেসিলিটি (ই.এল.এফ)"এ অবতরণ করবেন, যেখানে তিনি যুদ্ধবিমান, পরিবহন এবং হেলিকপ্টারগুলির আকাশ থেকে প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করবেন। দুপুর ১ টায় প্রধানমন্ত্রী ব্রহ্মপুত্র নদের উপর কুমার ভাস্কর বর্মা সেতু পরিদর্শন করবেন। এরপর, দুপুর ১:৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী গুয়াহাটির লচিত ঘাটে ৫,৪৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও সূচনা করবেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতে এই প্রথম ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফেসিলিটি (ই.এল.এফ) জরুরী পরিস্থিতিতে সামরিক ও অসামরিক বিমানের অবতরণ ও উড্ডয়নে সহায়তা করার জন্য ভারতীয় বিমানবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে এটি বিশেষভাবে নকশা ও নির্মাণ করা হয়েছে। এটি জরুরি সাড়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে কাজ করবে, যা উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কৌশলগত প্রয়োজনীয়তার সময় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম দ্রুত স্থাপন করতে সক্ষম করবে। দ্বৈত ব্যবহারের পরিকাঠামো হিসাবে পরিকল্পিত ই.এল.এফ ৪০ টন পর্যন্ত যুদ্ধবিমান এবং সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন ৭৪ টন পর্যন্ত বিমান পরিচালনা করতে সক্ষম।প্রধানমন্ত্রী যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা, ডিজিটাল পরিকাঠামো জোরদার করা, উচ্চশিক্ষার প্রচার এবং গণপরিবহন বাড়ানোর লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন, যার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য গতি আসবে।

প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৩,০৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর নির্মিত কুমার ভাস্কর বর্মা সেতুর উদ্বোধন করবেন। ৬ লেনের এক্সট্রাডোসড প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট (পি.এস.সি) সেতুটি গুয়াহাটি ও উত্তর গুয়াহাটিকে সংযুক্ত করেছে এবং এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম এক্সট্রাডোসড প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট সেতু। এটি গুয়াহাটি-উত্তর গুয়াহাটির মধ্যে ভ্রমণের সময় কমিয়ে ৭ মিনিটে নামিয়ে আনবে। এই অঞ্চলের উচ্চ ভূমিকম্পের কথা বিবেচনা করে, সেতুটিতে ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিং ব্যবহার করে বেস আইসোলেশন প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন স্টে কেবল ব্যবহার করা হয়েছে। রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ, প্রাথমিক ক্ষতি সনাক্তকরণ এবং সেতুর উন্নত নিরাপত্তা ও পরিষেবার ক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদী করার জন্য ব্রিজ হেলথ মনিটরিং সিস্টেম (বি.এইচ.এম এস) সংযোজন করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আসামের কামরূপ জেলার আমিনগাঁও-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য জাতীয় ডেটা সেন্টারের উদ্বোধন করবেন। অত্যাধুনিক এই ডেটা সেন্টারের মোট অনুমোদিত বিদুৎ ক্ষমতা ৮.৫ মেগাওয়াট এবং প্রতি রেকে গড় ক্ষমতা ১০ কিলোওয়াট। অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টারটি বিভিন্ন সরকারী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন হোস্ট করবে এবং অন্যান্য জাতীয় ডেটা সেন্টারের জন্য দুর্যোগ পুনরুদ্ধার কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করবে। এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সরকারগুলি প্রয়োজনীয় নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবাগুলি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সহজভাবে সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য জাতীয় ডাটা সেন্টারটি এই অঞ্চলের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আই.সি.টি) পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার একটি কৌশলগত উদ্যোগ হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আই.আই.এম গুয়াহাটিরও উদ্বোধন করবেন, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় ব্যাপক উৎসাহ যোগাবে।

প্রধানমন্ত্রী গুয়াহাটিতে (১০০), নাগপুরে (৫০), ভাবনগরে (৫০) এবং চণ্ডীগড়ে (২৫) পিএম-ই-বাস সেবা প্রকল্পের আওতায় ২২৫টি বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা করবেন। এই চারটি শহরে পিএম-ই-বাস সেবা প্রকল্পের আওতায় ই-বাস পরিষেবা চালুর ফলে ৫০ লক্ষেরও বেশি নাগরিক পরিচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং নির্ভরযোগ্য গণপরিবহন পরিষেবার মাধ্যমে উপকৃত হবেন, যা নগর চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

রনে প্রদর্শিত বিশ্বের বৃহত্তম খাদির ত্রিবর্ণরঞ্জিত রঙ একটি আত্মনির্ভরশীল ”নতুন ভারতের” কাহিনী

মনোজ কুমার
চেয়ারম্যান
খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন,
ভারত সরকার

কচ্ছের সাদা রণ - যেখানে আপনি পৃথিবী ও আকাশের দিগন্ত দেখতে পান - কেবল একটি প্রাকৃতিক অলৌকিক ঘটনাই নয়, বরং নতুন ভারতের পরিবর্তিত আত্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রতীকও হয়ে উঠেছে। এই বিশাল বিস্তারের মাঝে, সম্প্রতি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বিশ্বের বৃহত্তম আইকনিক খাদি ত্রিবর্ণরঞ্জকের একটি দুর্দান্ত এবং ঐশ্বরিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি কেবল একটি অনুষ্ঠান ছিল না, বরং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে আদিবাসী ঐতিহ্য, জাতীয় সংকল্প এবং সমসাময়িক ভারতের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির একটি শক্তিশালী প্রকাশ ছিল।

এই আশ্চর্যজনক, অবিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্য দৃশ্যটি দেশের কারিগর, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং নাগরিকরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এটি নিজেই একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করেছিল যে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ খাদি কারিগর ভিডিও বার্তার মাধ্যমে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। এই মুহূর্তটি জোর দেয় যে জাতি গঠন কোনও একক প্রতিষ্ঠান বা শ্রেণীর প্রচেষ্টা নয়, বরং সম্মিলিত সংকল্পের ফলাফল। এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত কেবল কাপড়ের সম্প্রসারণ নয়, বরং চিন্তার সম্প্রসারণ। একসময় স্বাধীনতা আন্দোলনের আত্মা বলা হত খাদি, আজ একটি আত্মনির্ভর ভারতের শক্তি হিসাবে পুনর্নির্ধারিত হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তি - 'খাদি ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক' - সমসাময়িক ভারতে এক নতুন অর্থ নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এই জাতীয় নবজাগরণকে বুঝতে হলে, কেবল ভূজের দিকে তাকাতে হবে। একসময় এক ভয়াবহ ভূমিকম্প এই শহরকে গভীর ক্ষতবিক্ষত করেছিল, কিন্তু সংকটের সেই মুহূর্তে, একজন দূরদর্শী পুনর্গঠনকে কেবল একটি প্রয়োজনীয়তা হিসেবে নয় বরং একটি সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং আজকের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ভূজ পরিকল্পিত নগরায়ণ, শক্তিশালী অবকাঠামো এবং সম্প্রদায় পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল।

২৫ বছরের পুনর্গঠনের পর, ভূজ কেবল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নেই; বরং এগিয়ে চলেছে। এটি প্রমাণ করে যে যখন নেতৃত্বের স্পষ্টতা এবং সংকল্প থাকে, তখন বিপর্যয়ও উন্নয়নের সূচনা হতে পারে।

ভৌগোলিকভাবে, ভূজের গুরুত্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এর অবস্থানের কারণে আরও সমৃদ্ধ। এখানে, উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। অবস্থানরত ভারতীয় সৈন্যদের সজাগ উপস্থিতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একটি জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতি তার কৌশলগত স্থিতিশীলতার উপর নির্ভর করে। 'অপারেশন সিন্দুর' এর চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে, খাদি তিরঙ্গা (বিশ্বের বৃহত্তম প্রতীকী ত্রিবর্ণরঞ্জা) কে অভিবাদন জানানো আসলে, অগণিত বীরদের প্রতি জাতির সম্মিলিত কৃতজ্ঞতা, যাদের আত্মত্যাগ উন্নয়নের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিত করে।

যদি ত্রিবর্ণরঞ্জা জাতীয় গর্বের প্রতীক হয়, তবে খাদি সেই গর্বের আত্মা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অতীতের স্মৃতি থেকে খাদিকে তুলে এনে ভবিষ্যতের কৌশলের অংশ করে তুলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'খাদি কেবল একটি কাপড় নয়, বরং একটি আত্মনির্ভর ভারতের আদর্শ এবং গণআন্দোলন।'

এই গণআন্দোলন সমগ্র জাতিকে উজ্জীবিত করেছে। ফলাফল স্পষ্ট। আজ, গ্রাম স্বরাজের ধারণাটি ব্যবহারিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পণ্যের বিক্রয় ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে এবং খুব শীঘ্রই এটি ২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছাবে। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই খাতটি ২ কোটিরও বেশি লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে - এমন একটি রূপান্তর যা গ্রামীণ ভারতকে কেবল ভোক্তা নয়, বরং একটি উৎপাদনশীল শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম বিতরণ এবং স্থানীয় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগগুলি উন্নয়নের একটি বিকেন্দ্রীভূত মডেল উপস্থাপন করেছে। গত ১১ বছরে ২.৮৮ লক্ষেরও বেশি মেশিন এবং টুলকিট বিতরণ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে ভারতের উন্নয়ন আর মহানগর শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ নেই; এটি গ্রাম, কুটির শিল্প এবং ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের মাধ্যমে একটি বৃহত্তর সামাজিক ভিত্তি অর্জন করছে।

এই রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শ্রমের মর্যাদা। খাদি কারিগরদের মজুরি প্রতি হংকংয়ে ১৫ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি প্রতি হংকংয়ে ২০ টাকায় উন্নীত করার সংকল্প দেখায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ প্রকৃতপক্ষে মজুরি বৃদ্ধি এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। এই ঘটনাটি সত্যিই একটি উদীয়মান 'কারিগর যুগ' - এমন একটি সময়কালকে নির্দেশ করে যেখানে ঐতিহ্য এবং প্রযুক্তি একত্রিত হয়ে নতুন সমৃদ্ধি তৈরি করছে।

ডিজিটাল যুগে প্রতীকের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। #IconicKhadiTiranga সোশ্যাল মিডিয়ায় ২০ মিলিয়নেরও বেশি ভিউ অর্জন কেবল প্রশংসার লক্ষণ নয়, বরং একটি মানসিক পরিবর্তনও। বিশেষ করে এই প্রতীকের সাথে জেনারেল-জেডের সংযোগ ইঙ্গিত দেয় যে নতুন প্রজন্ম বিশ্বব্যাপী আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি সমান দৃঢ়তার সাথে তার সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আলিঙ্গন করতে চায়। কচ্ছের সাদা রানে মহিমান্বিত এবং ঐশ্বরিকভাবে জ্বলজ্বল করা ত্রিবর্ণরঞ্জিত রঙটি শেষ পর্যন্ত আমাদের একটি বৃহত্তর সত্যের দিকে নিয়ে যায় - জাতি-গঠন কোনও একক নীতি, একক প্রকল্প বা একক সময়ের ফলাফল নয়। এটি দৃষ্টিভঙ্গি, স্থিরতা এবং সম্মিলিত বিশ্বাসের উপর নির্মিত। যখন ঐতিহ্য লালিত হয়, যখন উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, যখন সীমানা সুরক্ষিত হয় এবং যখন নেতৃত্ব ভবিষ্যতের কল্পনা করার সাহস পায় - তখন পরিবর্তন কোনও ঘটনা নয়, বরং একটি যুগে পরিণত হয়। ভুজের নবজাগরণ, খাদির পুনরুজ্জীবন এবং গ্রাম স্বরাজের নতুন গতিশীলতা একসাথে কেবল সম্ভাবনার নয়, বরং সাফল্যের ভারত তৈরি করছে - আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল এবং সিদ্ধান্তমূলক। ''সাদা মরুভূমির ক্যানভাসে আলোকিত (আইকনিক খাদি ত্রিবর্ণরঞ্জিত) হল এই ভারতের পতাকাবাহক - এমন একটি পতাকা যা কেবল বাতাসে উড়ে না, বরং বিশ্ব মঞ্চে একটি জাতির চেতনাকে একটি নতুন পরিচয়ও দেয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2nd &4th page Jagaran.pmd 1 13-02-2026, 23:07

হোটেল পোলো টাওয়ার্সে ত্রিপুরায় যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

বাল্যবিবাহ ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা আজও সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে: সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারতের মূল লক্ষ্য হল সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা এবং প্রতিটি শিশুকে একটি নিরাপদ, পদমর্যাদাপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ উপহার দেওয়া। আজ পোলো টাওয়ারর্স হোটেলে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক ''বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা'' শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্বোধন করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এই দুটি সমাজিক ব্যাধি আজও আমাদের সমাজের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাল্যবিবাহ শিশুদের শিক্ষা, সুস্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। সেইসাথে নারী বা কন্যা শিশুদের সাথে ঘটা সহিংসমূলক আচরণও সুস্থ সমাজ গঠনের এক বৃহৎ অন্তরায়।

তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পরিবারের মধ্যেই কন্যা শিশু ও পুত্র শিশুদের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরী করা হয়ে থাকে। একটি সুস্থ সমাজ গঠন করতে গেলে আমাদের এই পারিবারিক বিভেদ থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে। কঠোর আইন প্রয়োগ করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে হবে।

সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, সরকার রাজ্যের নানা প্রান্তে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৮টি জেলায় ৯টি সখি ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় নতুন করে আরও একটি এই ধরণের সেন্টার চালু করা হবে। মোট ১০টি সেন্টার রাজ্যের নারী ও শিশুর নিরাপত্তার কাজ করবে। কর্মসূচি সফল করতে গেলে সমাজের প্রতি স্তরের জনগণকে এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ প্রতিটি পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই কর্মসূচিতে এগিয়ে না এলে এই সামাজিক ব্যাধি সমাজ থেকে নির্মূল করা সম্ভব হবে না।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, রাজ্যে বাল্যবিবাহ প্রতিবোধ করতে এবং শিশু সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আইনী পদক্ষেপের পাশাপাশি আমাদের সমাজের প্রত্যেককে বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত নির্মাণ কর্মসূচিতে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বাগ্রে প্রতিটি পরিবারের অভিভাবকদের এই বিষয়ে সচেতন করতে হবে। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা অনুষ্ঠানে বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে গেলে শ্রেষ্ঠ ভারত ও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে গেলে আমাদের পুত্র-কন্যা সন্তান বিভেদ ভুলে যেতে হবে। কন্যা সন্তানকে আরও বেশি করে সুবিধা প্রদান করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। এছাড়া অনুষ্ঠানে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের বিভিন্ন আইনগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন আইন দপ্তরের এএলসি এবং অবর সচিব দীপান্বিতা গাঙ্গুলী। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের প্রফেসর অঞ্জনা ভট্টাচার্য।

এছাড়া অনুষ্ঠানে ধর্মীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে ত্রিপুরা খ্রীষ্টান ইউনিয়নের কার্যকরি সচিব সিদ্ধার্থ মলসুম, ইসলামিক শিক্ষাবিদ ড. মোস্তফা কামাল এবং বৈদিক ব্রাহ্মক্ষ্মণ সমাজের প্রতিনিধি উত্তম চক্রবর্তীও এই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শমূলক আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা প্রকল্পে ১৮ বছর উর্দ বয়সী দুঃস্থ পরিবারের মুন্না দাসকে তার বিয়ে উপলক্ষ্যে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় অন্ত্যোদয় পরিবারের দুই শিশু কন্যাকে ৫০ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় ও অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে এই আর্থিক সহায়তার চেক ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাঙল।

৫৫ দিনের বিরতির পর আজ সেলেমে জনমঞ্চে ফিরছেন টিভিকে প্রধান বিজয়, কড়া নিরাপত্তা

চেন্নাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : প্রায় ৫৫ দিনের বিরতির পর তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে)-এর প্রধান বিজয় আজ সেলেমের কাছে দলীয় নির্বাহীদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে জনসমক্ষে ফিরছেন। ইরোডে দলের বৈঠকের পর এটিই তাঁর প্রথম বড় রাজনৈতিক উপস্থিতি। দুপুর ১২টায় শীলানায়ক্কানপট্টির কাছে কেভিপি গার্ডেনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সভা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিউআর কোড-সংবলিত প্রবেশপত্রধারী মাত্র ৪,৯৯৮ জন অংশগ্রহণকারীকে ভেন্যুতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দুই চাকা ও চার চাকার যানবাহনের জন্য সাতটি নির্দিষ্ট পার্কিং জোন করা হয়েছে। পাশাপাশি পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার এবং নারী-পুরুষের জন্য পৃথক প্রবেশপথ রাখা হয়েছে যাতে ভেতরে চলাচল স্বাভাবিক থাকে।

নিরাপত্তা ও চিকিৎসা প্রস্তুতিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরো প্রাঙ্গণে নজরদারির জন্য প্রায় ২৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এছাড়া জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৫টি মেডিক্যাল টিম ও ছয়টি মেডিক্যাল ক্যাম্প প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সভাস্থলে ২০টি গ্যালারি নির্মাণ করা হয়েছে, প্রতিটিতে প্রায় ২৫০ জন বসার ব্যবস্থা রয়েছে। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে গ্যালারি থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে, সেখান থেকেই বক্তব্য রাখবেন বিজয়।অনুষ্ঠানের আগে ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ ভেন্যু পরিদর্শন করেন এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে পাশের একটি টিলায় কাউকে উঠতে না দেওয়ার নির্দেশ দেন। দলের সাধারণ সম্পাদক বুসি আনন্দ, সেনগোট্টাইয়ান, নির্মল কুমার ও আধব অর্জুনসহ শীর্ষ নেতারা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন।

সীমিত প্রবেশাধিকার থাকা সত্ত্বেও ভেন্যুর বাইরে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ জড়ো হয়েছেন অভিনেতা-থেকে-রাজনীতিক হয়ে ওঠা বিজয়ের এক ঝলক দেখার আশায়। প্রায় দুই মাস পর তাঁর জনসমক্ষে ফেরা রাজনৈতিক মহলে জল্পনা-কল্পনা বাড়িয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, তাঁর আজকের ভাষণেই নির্বাচনের আগে দলের কৌশলগত দিকনির্দেশনা স্পষ্ট হতে পারে। ফলে সমর্থক ও প্রতিদ্বন্দ্বীউভয় পক্ষই নজর রাখছে, পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে টিভিকে প্রধান কী বার্তা দেন।

পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নতুন দ্বিতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন শুক্লাচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নতুন দ্বিতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। আজ এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নতুন দ্বিতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন জোলাই বাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

এই ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান অশোক, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, দক্ষিণ জেলা কমিটির সদস্য শম্ভু মালিক, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কেশব চৌধুরী, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা।

মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য পাহাড় ও সমতলউভয় অঞ্চলে সমানভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য না রেখে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর।প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত হতে চলা এই নতুন দ্বিতল ভবন সম্পূর্ণ হলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, উন্নত পাঠদানের পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, বিগত বাম শাসনামলে বহু বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর অভাব ছিল। পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, সুপেয় জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধার ঘাটতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বর্তমান সরকার সেই ঘাটতি পূরণে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার হাত ধরে পাহাড়ের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে উন্নয়নের ধারা জোরদার হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষা, সড়ক, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অতিথিদের স্বাগত জানায়। এলাকাবাসীর মধ্যে নতুন ভবন নির্মাণকে ঘিরে উৎসাহ ও আনন্দ লক্ষ্য করা গেল।

সিপাহীজলা জেলায় মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে, অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কার্যালয়, টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহায়তায় টাকারজলার দূরতম প্রান্তে কলইবাড়িতে আজ এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে শতাধিক রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান করেন। মোট ১১ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই স্বাস্থ্য শিবিরে পরিষেবা প্রদান করেন।

এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশিস দাস, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের ডাঃ কনক চৌধুরী (জেনারেল মেডিসিন), ডাঃ মহেন্দ্র দেববর্মা (জেনারেল মেডিসিন), ডাঃ দীপ্তেন্দু চৌধুরী (জেনারেল সার্জারি), ডাঃ চয়ন চাকমা (শিশুরোগ বিভাগ), ডাঃ দেবাশিস সাহা (প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ), ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ (অর্থোপেডিক্স), ডাঃ রাকেশ দাস (পিএমআর), ডাঃ সত্যকাম চক্রবর্তী (ইএনটি), ডাঃ পারুলদীপ চাকমা (চক্ষু বিভাগ), ডাঃ কমল দাস (চর্মরোগ), ডাঃ অভিক দেব (ইএমডি), সিপাহীজলা জেলার ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অফিসার ডাঃ দীপ দেববর্মা এবং টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ বিমল কলই।রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে প্রাপ্ত পরিষেবা যাতে গ্রামস্তরেও মানুষ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে এই আয়োজন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার সুফল পেয়েছেন অগণিত মানুষ। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের হাজরিবাগে বন্য হাতির আক্রমণে নিহত ৬

হাজারিবাগ (ঝাড়খণ্ড), ১৩ ফেব্রুয়ারি(আইএএনএস) : ঝাড়খণ্ডের হাজরিবাগ জেলার চারচু ব্লকের গোন্ডোয়ার গ্রামে বৃহস্পতিবার গভীর রাতের দিকে এক দল বন্য হাতি ঢুকে ছয়জনকে পিষে মারল। ঘটনার খবর পাওয়ার পর শুক্রবার স্থানীয়রা আতঙ্ক ও শোক প্রকাশ করেছেন। নিহত ছয়জনের মধ্যে চারজনই একই পরিবারের। মৃতদের নাম বলা হয়েছে, সুরাজ ভুইয়ান (৫৫), তার পুত্রবধূ সুমন দেবী (২৫), তার দুই কিশোর সন্তান, মঙ্গরা ভুইয়ান (৫৮), এবং ধনেশ্বর রাম (প্রায় ৫৫)।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, ভোর ১টা থেকে ২টার মধ্যে পাঁচটি হাতির দল গ্রামে প্রবেশ করে, যখন অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে ছিলেন। হাতিরা বহু কাঁঠাল ও কাদামাটির ঘর ভেঙে দেয় এবং বাড়ির দরজা ও দেওয়াল ধ্বংস করে। মানুষজন জীবন বাঁচাতে বেরিয়ে আসার সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সুরাজ ভুইয়ান ও তার পরিবার একই ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন এবং পালানোর সময় পাননি। হাতিদের তান্ডবের সময় ছয়জন গ্রামবাসী নিহত হন। গ্রামবাসীরা ঢোল বাজানো, হাঁড়ি-পাতিল ধাক্কা দেওয়া এবং টর্চের আলো দেখানোর মাধ্যমে হাতিদের দূরে রাখতে চেষ্টা করেন। তবে দীর্ঘ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হাতিরা গ্রামে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যায় এবং পরে বনাঞ্চলে ফিরে যায়।

স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও বন দফতরের টিম শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বন দফতরের কর্মকর্তা জানান, এলাকা জুড়ে হাতির চলাচল মনিটরিং করা হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রাথমিক ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীদের রাতের বেলা একা চলাচল না করার জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে মানুষ-হাতি সংঘাত সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৪৫ দিনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হাতির আক্রমণে ২০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। বন্যপ্রাণীর মানুষের বসবাস অঞ্চলে চলাচল নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

গণভোটে সংস্কার প্যাকেজের অনুমোদনের পথে ১৯৭২ সালের সংবিধান বাতিলের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি) বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা-র অপসারণের পর প্রথমবারের মতো ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে ''জুলাই ন্যাশনাল চার্টার'' (সংবিধান সংশোধনী) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫-এর অধীনে একটি সাংবিধানিক সংস্কার প্যাকেজ নিয়ে গণভোটও অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারী ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংস্কার প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছেন। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গণনা হওয়া ভোটের ৭৩ শতাংশ 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে। তবে গণভোটের ফলাফল সম্পর্কে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

বর্তমানে বাংলাদেশে এককক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রস্তাবিত গণভোট অনুমোদিত হলে 'উচ্চকক্ষ' নামে দ্বিতীয় একটি কক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে সাধারণ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০টি আসন বণ্টন করা হবে। ফলে সংবিধান সংশোধনের জন্য নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন এবং উচ্চকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হবে।

এছাড়া রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের ক্ষেত্রেও উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন বাধ্যতামূলক করা হবে। নিম্নকক্ষে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হবে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ১০০-তে উন্নীত করার প্রস্তাব রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বড় আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রেও উভয় কক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

সংস্কার প্যাকেজে পূর্বে বিলুপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রস্তাবও রয়েছে। এই সরকার গঠন শাসক দল, প্রধান বিরোধী দল ও দ্বিতীয় বিরোধী দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস এই সংস্কারকে যুগান্তকারী বলে উল্লেখ করলেও অনেক বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো সংবিধানের মৌলিক নীতিকে উল্টে দিতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গণভোটের মাধ্যমে কার্যত সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে, যা প্রায় ৫৫ বছরের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার অবসান ঘটাতে পারে। সংবিধানে গণভোটের কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই বলেও তারা উল্লেখ করেন, যদিও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেওয়া হয়ে থাকে।সংস্কার কার্যকর হলে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থা চালু হবে। তবে সংবিধানে এ ধরনের কাঠামোর অনুমতি নেই বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশ দাবি করছেন। ফলে বিষয়টি আদালতে চ্যালেঞ্জ হতে পারে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আইনি প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে তিনটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৭, ১৯৮৫ এবং ১৯৯১ সালে। ১৯৭৭ ও ১৯৮৫ সালের গণভোট সামরিক শাসনামলে অনুষ্ঠিত হয়, আর ১৯৯১ সালের গণভোটে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের অনুমোদন চাওয়া হয়। অতীতের তিনটি গণভোটেই ৮৪.৩৮ থেকে ৯৮.৮৮ শতাংশ সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রস্তাবিত সংস্কারের কিছু ধারা ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক ভিত্তিকে দুর্বল করতে পারে। যদি এই সংস্কার কার্যকর হয়, তবে রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তিই হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে মুহাম্মদ ইউনুস সংস্কার বাস্তবায়নে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন। ৯ ফেব্রুয়ারি জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আরও ইতিবাচক পথে এগোবে এবং এটি বর্বরতা থেকে সভ্য সমাজের পথে অগ্রযাত্রার প্রতীক।

নির্বাচন কারচুপির অভিযোগে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি জামায়াতের

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : বাংলাদেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জামাত-ই-ইসলামি শুক্রবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের মতামত ও ভোটাধিকার 'কারসাজি' করা হলে তারা কঠোর আন্দোলনে যাবে।

ঢাকায় নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। তিনি বলেন, জনগণের রায় ও ভোটাধিকার খর্বের কোনো চেষ্টা হলে জামায়াত কর্মসূচি ঘোষণা করবে এবং প্রয়োজনে আরও কঠোর আন্দোলনের পথে হাঁটবে।

জুবায়ের বলেন, মানুষের মর্যাদাপূর্ণভাবে দেওয়া সব মতামতকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু জনগণের মতামতকে ব্যবহার করে কেউ যদি ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করে, তা আমরা মেনে নেব না।

শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দলটি নির্বাচনী ফলাফল প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক ভোটার অংশগ্রহণ করায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। জামায়াত অভিযোগ করে, নির্বাচন কমিশন ভোটার উপস্থিতির হার প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রশাসনের একটি অংশ একটি বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করেছে। তাদের পোস্টে বলা হয়, বিভিন্ন আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীদের অল্প ব্যবধানে ও সন্দেহজনকভাবে পরাজয়, অনানুষ্ঠানিক ফল ঘোষণায় বারবার অসঙ্গতি ও তথ্য বিকৃতি, ভোটার উপস্থিতির হার প্রকাশে নির্বাচন কমিশনের অনীহা এবং প্রশাসনের একটি অংশের বড় একটি দলের প্রতি ঝুঁকে পড়ার ইঙ্গিত, এসবই ফলাফল প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে প্রকাশিত অনানুষ্ঠানিক ফলাফলে দেখা গেছে, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ও তাদের জোট ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। ঘোষিত ফল অনুযায়ী, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট ২১০টি আসনে জয়লাভ করেছে, যা নতুন সরকার গঠনের পথ সুগম করেছেদলীয় সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন, যার মাধ্যমে প্রায় ৩৫ বছর পর দেশে একজন পুরুষ প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নিতে পারেন। ঢাকা-১৭ আসনের অনানুষ্ঠানিক ফলাফলে দেখা গেছে, তারেক রহমান ৭২, ৬৯৯ ভোট পেয়ে জামায়াত প্রার্থী এস. এম. খালিদুজ্জামানকে (৬৮,৩০০ ভোট) পরাজিত করেছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া বগুড়া-৬ আসনেও তিনি ২, ১৬,২৮৪ ভোট পেয়ে জামায়াত প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেলকে (৯৭,৬২৬ ভোট) পরাজিত করেন।

পশ্চিম জেলা পরিষদ আগরতলা জেলা কার্যালয়ে বলাই গোস্বামীর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **নন্-একাডেমিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার, একাউন্ট্যান্ট (এনসিইআরটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, পিজি পাশ হলে বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভে অফিসার, কানুনগো/ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর, সার্ভেয়ার, তহশিলদার, আমিন (ঊনকোটি, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১১টি,
যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি হতে হবে,
বয়স ঃ সদ্য রিটায়ার্ডরা অগ্রাধিকার পাবেন,
দরখাস্ত পৌঁছানার শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ নির্দিষ্ট কেন্দ্রে, ১৮ ফেব্রুয়ারি।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইন্সুরেন্স এম.ও (ই.এস.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ২২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সি.বি. অফিসার (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ২২৭৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ হতে হবে, এমসিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২২-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মার্চ বা এপ্রিলে, কেন্দ্র গুয়াহাটি/ কলকাতার মতো সারা দেশে বড় শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৮০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ হতে হবে, এমসিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **একাডেমিক পদ, প্রফেসর, লাইব্রেরিয়ান (এনসিইআরটি),**
শূন্যপদ ঃ ১১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও স্কিল টেস্ট-এর কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক দপ্তরে গ্রুপ-সি (বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ৪২২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিভিল সার্ভিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৯৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ২৪ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০০-০--০--০

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪১৮ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ব্যাঙ্কে চাকরি বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় নিয়োগের পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটি এবং কলকাতা সহ সারা দেশে ৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ বলা যায়। অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা। বিওবি অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় স্পেশালিস্ট অফিসারের বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৪১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক/ এমসিএ ... পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২২-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো দেশজুড়ে ৩৯টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২৬-এ ২২ থেকে ৩৭-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৪১৮-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৫৮টি, এসটি'র জন্য ১৩টি, ওবিসি'র জন্য ১১৫টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৬টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৯৬টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৪টি পদ। পদের নাম, পদের সংখ্যা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ— ক্রমিক নং ১ ঃ সিনিয়র ম্যানেজার ডেভেলপার, গ্রেড - এমএমজি, স্কেল থ্রি, শূন্যপদ ২৮, বয়সঃ ২৭-৩৭ বছর। ক্রমিক নং ২ ঃ ম্যানেজার ডেভেলপার, গ্রেড - এমএমজি, স্কেল টু, শূন্যপদ ২৭, বয়সঃ ২৪-৩৪ বছর। ক্রমিক নং ৩ ঃ অফিসার ডেভেলপার, গ্রেড - জেএমজি, স্কেল ওয়ান, শূন্যপদ ৩, বয়সঃ ২২-৩২ বছর। ক্রমিক নং ৪ ঃ সিনিয়র ম্যানেজার ডেভেলপার - ফুল স্ট্যাক মার্ণ, গ্রেড - এমএমজি, স্কেল থ্রি, শূন্যপদ ২০, বয়সঃ ২৭-৩৭ বছর। ক্রমিক নং ৫ ঃ ম্যানেজার ডেভেলপার - ফুল স্ট্যাক মার্ণ, গ্রেড - এমএমজি, স্কেল টু, শূন্যপদ ৩৪, বয়সঃ ২৪-৩৪ বছর। ক্রমিক নং ৬ ঃ অফিসার ডেভেলপার - ফুল স্ট্যাক মার্ণ, গ্রেড - জেএমজি, স্কেল ওয়ান, শূন্যপদ ৮, বয়সঃ ২২-৩২ বছর। ক্রমিক নং ৭ ঃ অফিসার - ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড - জেএমজি, স্কেল ওয়ান, শূন্যপদ ১১, বয়সঃ ২২-৩২ বছর। ক্রমিক নং ৮ ঃ ম্যানেজার - ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড - এমএমজি, স্কেল টু, শূন্যপদ ২৪, বয়সঃ ২৪-৩৪ বছর। এধরনের সমস্ত পদের বিস্তারিত দেওয়া রয়েছে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে শূন্যপদের নাম, গ্রেড, স্কেল, শূন্যপদের সংখ্যা ও বিভাজন, বয়স, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে ত্রিপুরার প্রার্থীরা কাছাকাছি কেন্দ্র হিসেবে 'গুয়াহাটি' অথবা 'কলকাতা' কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন। সারা দেশ জুড়ে এরকম আরো ৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। অন্যান্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে তা আগে থেকে ফর্ম ফিলামের সময় তা উল্লেখ করে দিতে হবে। পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর ও সিভি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে ফোনে অথবা হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি।

ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ৫,১৩৮ এপ্রেন্টিস নিয়োগ আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান তথা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫,১৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে প্রায় শতাধিক কেন্দ্রে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৫,১৩৮ জন নিয়োগ হচ্ছে পিএনবি-তে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং এইচআরডি/ এপ্রেন্টিস/ এডিভিটি/ ২০২৫-২৬। তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

পিএনবি বা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৫,১৩৮টির মধ্যে ২,৩৮৩টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৮৮৭টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ২৯৪টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১১১০টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৪৬৪টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ২০৫টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০টি প্রশ্নের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় ১ ঘন্টা। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে;প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)।

আগরতলায় ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস ও ফরেস্ট সার্ভিসে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস, ফরেস্ট সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, মোট শূন্যপদ ঃ ১,০১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ২৪ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েটরাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। তবে আবেদন পত্রে আই এফ এস সহ আই এ এস পরীক্ষার কথা উল্লেখ করলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো থাকতে হবে। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৬ সালের সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার মাধ্যমে ৯৩৩ এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে ৮০ শূন্যপদে তরুণ-তরুণী নিচ্ছে। এই দুই পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা একই দিনে, একই সঙ্গে হবে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে কোনও শাখার পাস/ অনার্স গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ হলেই আবেদনের যোগ্য, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, যাঁরা ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।নিয়োগ হবে এইসব ক্যাডারে: (১) ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (২) ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, (৩) ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (৪) পি অ্যান্ড টি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিনান্স সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (৫) ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিস গ্রুপ-'বি' (৬) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (৭) ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস 'আইটি' গ্রুপ- 'এ' (৮) ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (৯) ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১০) ইন্ডিয়ান সিভিল অ্যাকাউন্টস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১১) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১২) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে পার্সোনেল সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৩) পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার গ্রুপ-'এ', রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স(১৪) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স এস্টেটস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৫) ইন্ডিয়ান ইনফর্মেশন সার্ভিস (জুনিয়র গ্রেড) গ্রুপ-'এ' (১৬)ইন্ডিয়ান ট্রেড সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৭) ইন্ডিয়ান কর্পোরেট ল্ সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৮) আর্মড ফোর্সেস হেড কোয়ার্টার্স সিভিল গ্রুপ-'বি' (১৯) দিল্লি ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সিভিল সার্ভিস গ্রুপ- 'বি' (২০) দিল্লি ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ-'বি' (২১) পন্ডিচেরী সিভিল সার্ভিস গ্রুপ-'বি' (২২) পন্ডিচেরী পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ (২৩) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস গ্রুপ-'এ'। ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে বটানি/ কেমিস্ট্রি/জিওলজি/ম্যাথমেটিক্স/ ফিজিক্স/ অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরেনারি সায়েন্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স এবং জুলজি বিষয়ের যে কোনও একটি বিষয়ের ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারেন। ফরেস্ট্রি /অ্যাগ্রিকালচারাল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। যাঁরা ওইসব বিষয় নিয়ে এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। সবক্ষেত্রেই প্রার্থিবাছাই করবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৬ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে। উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা হবে একই দিন একই সঙ্গে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২৪ মে, দেশের এইসব কেন্দ্রগুলিতে: আগরতলা, কলকাতা, কটক, দিশপুর, গ্যাংটক, রাঁচি, পাটনা, গুয়াহাটি, আইজল, শিলং, পোর্ট ব্লেয়ার ইত্যাদি।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * এনসিইআরটি-তে **নন্-একাডেমিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার, একাউন্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, পিজি পাশ হলে বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলায় **অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভে অফিসার, কানুনগো/ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর, সার্ভেয়ার, তহশিলদার, আমিন** ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য প্রথমে সরাসরি দরখাস্ত এবং পরে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। শূন্যপদ ঃ ১১টি, যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি হতে হবে, বয়স ঃ সদ্য রিটায়ার্ডরা অগ্রাধিকার পাবেন, দরখাস্ত পৌঁছানার শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ নির্দিষ্ট কেন্দ্রে, ১৮ ফেব্রুয়ারি।

* ই.এস.আই.সি-তে **ইন্সুরেন্স এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।* এস.বি.আই অর্থাৎ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **সি.বি. অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৭৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ডিগ্রি পাশ হতে হবে, এমসিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২২-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মার্চ বা এপ্রিলে, কেন্দ্র গুয়াহাটি/ কলকাতার মতো সারা দেশে বড় শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সি বি সি'র দু'দিনব্যাপী প্রদর্শনী কর্মসূচির সফল সমাপ্তি

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকারের অধীনস্ত সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি), ফিল্ড অফিস আগরতলা, গতকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরায় আয়োজিত দুই দিনব্যাপী প্রদর্শনী কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান আজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এই প্রদর্শনীর মূল বিষয়গুলি ছিল ' কৃষক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা, মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, এবং 'দেশ প্রথম জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সুদীপ ভট্টাচার্য এবং ডঃ অনুজ কাঞ্চন দত্ত রায় উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন এবং উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে দুই দিনব্যাপী সমন্বিত যোগাযোগ ও প্রচার কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধারার বর্ণাঢ্য নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দূরদর্শন কেন্দ্র, আগরতলা''র সহকারী নির্দেশক শ্রী কুনাল শিন্ডে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার বার্তা সম্পাদক শ্রীমতী সোহানা মুন্সি। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহকারি অধ্যাপিকা ড. রেবেকা দেববর্মা, এবং সহকারী অধ্যাপক ড: অ্যান্টিয়ারবুম রাংলং প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, দুই দিনব্যাপী প্রদর্শনী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি), ফিল্ড অফিস আগরতলার পক্ষ থেকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। প্রদর্শনীর শেষ দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং গণিত বিভাগের শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারী: হোল অব গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচ — টিবি মুক্ত ভারত অভিযান টিবি মুক্ত পঞ্চায়েত অভিযানের আওতায় হোল অব গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচ এর মাধ্যমে টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় কনফারেন্স হলে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে ১২ই ফেব্রুয়ারি, বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে।উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা সভাধিপতি শ্রী দীপক দত্ত। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য। প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন টিসিএস ডেপুটি কালেক্টর, দক্ষিণ ত্রিপুরা বিনয় দাস।পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী শম্ভুনাথ কর। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার ডিস্ট্রিক্ট টিবি অফিসার (ডিটিও) ডাঃ বিতান সেনগুপ্ত।

উপরোক্ত সকল গণ্যমান্য ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি কর্মসূচিকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। টিবি নির্মূলের লক্ষ্যে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে টিবি মুক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

কৃষি দপ্তরে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি: ধর্মনগর শহরের চন্দ্রপুর এলাকায় ত্রিপুরা প্রদেশ কিষান কংগ্রেসের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কিষান কংগ্রেসের প্রদেশ চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক অশোক বৈদ্য, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি চয়ন ভট্টাচার্য সহ জেলা কিষান কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় রাজ্যের কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা বিশেষভাবে ন্যায্যমূল্যে ধান ক্রয়, প্রকৃত কৃষকদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন, সার ও বীজ সরবরাহে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং কৃষি দপ্তরের কার্যপ্রণালীতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষকরা ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার ওপর জোর দেন নেতৃবৃন্দ।সভা শেষে একটি প্রতিনিধিদল এগ্রিকালচার দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টরের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ডেপুটি ডাইরেক্টর আশ্বাস দেন যে উত্থাপিত দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

ধর্মনগর উপনির্বাচন ঘিরে জল্পনা বিজেপিতে যোগ দিলেন ২০২৩-এর নির্দল প্রার্থী সৌরভ গোস্বামী

ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি: আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করলেন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী সৌরভ গোস্বামী। ধর্মনগর বিধানসভার উপ নির্বাচনে শাসকদলের টিকিটের আশাতেই এই যোগদান বলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ফলে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর ৫৬ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন কে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। কে পেতে চলেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে টিকিট তা নিয়ে শহরজুড়ে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমে বিজেপির টিকিট প্রত্যাশা করেও তা না পেয়ে সৌরভ গোস্বামী কংগ্রেসে যোগদানের চিন্তা করেন। সেখানেও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না মেলায় শেষ পর্যন্ত তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে ধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৬৫৮ ভোট লাভ করেন। পরবর্তীতে কিছুদিন রাজনৈতিকভাবে নীরব থাকার পর, বর্তমান বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে শূন্য হওয়া আসনে উপনির্বাচন ঘোষণার প্রেক্ষিতে আবারও সক্রিয় হন সৌরভ গোস্বামী। বিধায়ক পদে টিকিটের প্রত্যাশায় তিনি আজ দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ উত্তর জেলা বিজেপির সদর কার্যালয় 'অটল ভবন'-এ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।এদিকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে সিপিআই(এম) কর্মীদের কিছু পোস্ট ঘিরেও আলোচনা তৈরি হয়েছে। সেখানে দাবি করা হচ্ছে, আগামী দিনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে সৌরভ গোস্বামীর নাম ঘোষণা হতে পারে। যদিও এ বিষয়ে দলীয়ভাবে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।অন্যদিকে, ধর্মনগর ৫৬ কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটের আশায় দলের একাধিক কর্মী ও নেতা অপেক্ষায় রয়েছেন। প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরাও প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে সূত্রে খবর। কিছু কর্মী আবার বিভিন্ন প্রভাবশালী মন্ত্রী, নেতা ও বিধায়কের নাম উল্লেখ করে নিজেদের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরছেন, কান পাতলে শোনা যাচ্ছে শহরের বিভিন্ন এলাকায়।সব মিলিয়ে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর রাজনৈতিক মহলে তৎপরতা ও জল্পনা তুঙ্গে। শেষ পর্যন্ত দলের আস্থা কার উপর পড়ে, তা সময়ই বলবে।

Educational Notification Regarding

Conversion of PG Seats in Tripura Post Graduate Medical Counselling, 2025 With the approval of the competent authority in the Round-3 of Tripura PG Medical Counselling 2025, the unfilled reserved seats will be converted to unreserved seats. Therefore, all concerned candidates are advised to complete online registration in the TRMCC counselling portal https://trmcc.admissions.nic.in and exercise all choices irrespective of available seats in reserved/unreserved category as displayed in the choice filling option on or before 15.02.2026, 10.00 A.M. Non-participation shall be deemed as acceptance of the said conversion and no further claim in this regard shall be entertained.

[Prof. (Dr) H.P. Sarma]
Director of Medical Education
Govt. of Tripura Agartala

ICA/D-1974/26

Agartala Municipal Corporation

Public Health Section
City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)
Phone: 0381-2385507

F.120/PH/CH/AMC/2025/11355-59 Date: 12/02/2026

Press Notice Inviting Tender

AMC invites e-Tender from reputed and experienced Company, Partnership Firm, LLP, Society, or Proprietorship Firm for followings.

Sl No.	Name of the Job	Publishing Date	Bid Submission Start Date	Last date of the Submission	Technical Bid Opening time	Tender value Yearly	Application Fees	EMD	Details are available
1	"Procurement of Consumables & Furniture for the CHC under AMC". DNIT No: 03/PH/AMC/2025-26	13/02/2026 At 15.00 Hrs	13/02/2026 At 15.30 Hrs	20/02/2026 At 15.00 Hrs	20/02/2026 At 15.30 Hrs	Rs. 01 Core	Rs. 1,000/- (One Thousand) Only	Rs. 20,00,000/- (Two Lakh) Only	https://tripuratenders.gov.in and www.agartalacity.tripura.gov.in

Tender is to be submit online only through https://tripuratenders.gov.in.

Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

PUBLIC ADVISORY

Dated: 20 February, 2026

"Drugs Control Administration, Tripura regularly collects sample of drugs from Government Institutions, as well as from the trade. Sampling of drugs is crucial for ensuring patient safety and effective drug quality control. It allows for assessing the quality of drugs, identifying potential problems, and providing reassurance to patients and regulatory bodies. Sampling also helps in developing strategies for maintaining consistent quality and availability of quality medicines. The following medicines are declared as Not of Standard Quality (NSQ) by the Government Analyst, State Drugs Testing Laboratory, Government of Tripura.

Sl No.	Medicine Name	Details	Manufactured By	Reported by Test Report No/Date
01	Sankha Vati 5g (Ayurvedic)	Batch No:KT-098 Mfg date- 11/2025 Exp. date-10/2028	Manufactured by- KARNANI PHAR MACEUTICALS (P) LTD., Fact.: F-67, Industrial Area, Bhiwandi-301019 (Raj.) Mfg. Lic. No.: RJ 529-AYU.	State Drugs Testing Laboratory, Government of Tripura, Agartala Report No: SDTL/190/AY/2025/5533-34 Dated: 05/01/2026
02	Fepavid (paracetamol Tablets IP. 650 Mg)	Batch No: 309026 Mfg date- SEP-23 Exp. date- AUG-26	Aban Pharmaceuticals, Plot No 1018, Kerala, G.I.D.C. Bavia, Distt. Ahmedabad 382220.	-DO-Report No: SDTL/143/M/2025/5641-42 Dated: 08/01/2026
03	Macpanzo 40 (Pantoprazole Gastro Resistant Tablets I.P.)	Batch No:GT400378 Mfg date-06/2024 Exp. date- 05/2026	Gnosis Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Nahan Road, Village Moginand, Kala-Amb, Distt. Sirmour, H.P.-173030.	-DO-Report No: SDTL/153/M/2025/5635-36 Dated: 08/01/2026
04	Folic ACID and Ferrous Sulphate tablets (large) N.F.1	Batch No:FFT3502 Mfg date-08/ 2025Exp. date- 07/ 2027	Modern Laboratories, 45-47, Sector D-2. Industrial Area, Sanwer Road, Indore (M.P.) 452015.	-DO-Report No: SDTL/561/2025/5853-54 Dated: 21/01/2026.
05	Folic ACID and Ferrous Sulphate tablets (Large) N.F.1	Batch No: FFT3501 Mfg date-06/2025 Exp. date-05/2027	Modern Laboratories, 45-47, Sector D-2. Industrial Area, Sanwer Road, Indore (M.P.) 452015.	-DO-Report No: SDTL/562/2025/5845-46 Dated: 21/01/2026.

The general public is advised to verify the above mentioned drugs including the Batch No. before purchasing the medicine from any medical stores or pharmacies. The Drugs Control Administration will continue to collect samples for testing to strengthen vigilance against counterfeit drugs, thereby ensuring public health and safety. Any information regarding these Not of Standard Quality (NSQ) drugs may be reported to the local Inspecting Officer (Drugs).

Subrata Das
Deputy Drugs Controller
Government of Tripura, Agartala

ICA/D-1976/26

TENDER NOTICE

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites tenders in sealed covers from the contractors for Maintenance of TTS staff barrack size (40' X 20') with side verandah with GCI sheet roofing, walling etc. of College tilla TOP under SP (West).

The tenders/quotations will be received in the office of the undersigned on 20-02-2026 from 1100 hrs to 1600 hrs. The tenders/quotation will be opened on the same day at 1700 hrs in presence of the representative of quotationers willing to be present at that time, if possible.

Details of the NIT of the work and terms and conditions regarding tender are available in the office of the undersigned for inspection on any working day during the office hours.

Superintendent of Police (west)
Tripura, Agartala

ICA/C-4305/26

PNIe-T NO:- 73/EE-I/2025-26, Dated 10/02/2026

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 18-02-2026 for 02 (Two) nos. Construction / Maintenance works. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7005317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA/C-4301/26

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা, সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন কমিশনারের সেহা নং এফ.২(৫০)-ইসি/ডিসি/জেন-ইলেক/২০২৫-২৬/১২৩৩ তারিখ ০৬.০২.২০২৬ইং বিজ্ঞপ্তি মূলে খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ী (তপ:উপ:) এবং ১২-রামচন্দ্রঘাট (তপ:উপ:) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটগ্রহন কেন্দ্রের খসড়া তালিকা আপত্তি অথবা পরামর্শের আবেদন জানিয়ে ১৩ই ফেব্রুয়ারী,২০২৬ ইং তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত খসড়া ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা নিম্নে উল্লেখিত স্থানে দেখা/পরিক্ষার জন্য পাওয়া যাইবে।

(১) খোয়াই/ কমলপুর মহকুমা শাসকের অফিস।

খোয়াই/পদ্মবিল/তুলাশিখর/ কল্যানপুর/ সালেমা/ দূর্গাচৌমুহনি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের (বি.ডি.ও) অফিস।

(৩) খোয়াই জেলা শাসকের অফিস।

(৪) সংশ্লিষ্ট স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জোনাল/সাব-জোনাল (খোয়াই জোনাল / বাইজলবাড়ী / বাচাইবাড়ী / মহারানী সাব-জোনাল) অফিস।

খসড়া ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকার উপর কারোও কোন আপত্তি অথবা পরামর্শ থাকিলে তাহা লিখিত আকারে অফিস চলাকালীন সময়ে আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ইং তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জমা করিতে হইবে এবং এই আপত্তি ও পরামর্শ আগামী ১৯ই ফেব্রুয়ারী,২০২৬ইং নিস্পত্তি করা হইবে এবং উক্ত ভোটগ্রহন কেন্দ্রের তালিকা আগামী ২১ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ইং তারিখে চূড়ান্ত আকারে প্রকাশিত করা হইবে।

ইতি,
(নির্মল কুমার, আই এ এস) রিটার্নিং অফিসার,(মহকুমা শাসক)
৯-হালাহালি-আশারামবাড়ী (তপ:উপ:)
ও ১২-রামচন্দ্রঘাট (তপ:উপ:)
স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনক্ষেত্র
খোয়াই : ত্রিপুরা

ICA/D-1975/26

PNIT NO: 38/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated-11/02/2026

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Amarpur Division, Government of Tripura invites item wise e-tender for procurement of the following stores from the eligible bidders in PWD form-8 Up to 18/02/2026 upto 15.00 Hours for the following work:,

Sl No.	Name of the Item	Earnest Money & Bid Fee	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Procurement, supply and fitting fixing of Aluminium Items at various worksites under Amarpur/Ompi/Karbook/Silachari R D Block under Gomati District, Tripura. DNIT No. 58/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26,	EMD: Rs. 25,000.00 Bid Fee : Rs. 1,000.00 (Non Refundabl	18/02/2026 Upto 15:0 Hrs	18/02/2026 At 15.30 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer
RD Amarpur Division
Amarpur, Gomati Dist., Tripura

ICA/C-4310/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 35/EE(PWD)/BLN/2025-26 DATED, 11-02-2026

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES/Railway upto 3.00 P.M. on 19-02-2026 for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIeT No.44/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	3,69,840.00	7,397.00	365(Three hundred sixty)Five	Appropriate Class
2	DNIeT No.45/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	3,58,800.00	7,176.00	365(Three hundred sixty) Five	Appropriate Class

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 19-02-2026
- Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 19-02-2026
- Cost of Tender document: .1,000/- only.
- Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
- For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.

(Er. Litan Debnath)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD (R&B)
Belonia, South Tripura

ICA/C-4296/26

অভিভাবকদের আস্থার কেন্দ্র ইউরো হেরিটেজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সিবিএসসি মানদণ্ডে উন্নীত করার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি: ধর্মনগর শহরের শিববাড়ি এলাকায় অবস্থিত ইউরো হেরিটেজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অল্প সময়ের মধ্যেই অভিভাবকদের আস্থার কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। স্কুলের প্রিন্সিপাল স্বরূপ মজুমদার জানান, ২০২১ সালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পথচলা শুরু হয়। প্রথমদিকে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি তেমন উল্লেখযোগ্য না থাকলেও ২০২২ সাল থেকে ভর্তির হার এবং উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে।

প্রিন্সিপাল স্বরূপ মজুমদার বলেন, এই স্কুলের মূল লক্ষ্য হল খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষাদান। ছোট ছোট শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে। শুধুমাত্র বইয়ের পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাচ্চাদের সার্বিক বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়। খেলাধুলার পাশাপাশি আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ, বক্তৃতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়।বিদ্যালয়ে দুই বছর বয়স থেকেই শিশুদের ভর্তি নেওয়া হয়।

তিন বছর বয়সে নার্সারিতে ভর্তি করা হয় এবং বর্তমানে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রিন্সিপাল জানান, আগামী শিক্ষাবর্ষে স্ট্যান্ডার্ড টু চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে স্কুলের পরিকাঠামো ও শিক্ষাব্যবস্থা আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।এছাড়াও তিনি জানান, ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টিকে সিবিএসসি - এর গাইডলাইন অনুসারে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধাপে ধাপে পরিকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষাসামগ্রী সংযোজন এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করছে, সিবিএসসি মানদণ্ড অনুসরণ করলে ছাত্রছাত্রীরা আরও বিস্তৃত ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পাবে। তিনি আরও জানান, চলতি শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া জানুয়ারি মাস থেকেই শুরু হয়েছে। আগামী এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই ভর্তি কার্যক্রম চলবে।ইতিমধ্যেই বহু অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন বলে জানা গেছে।শিশুদের আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষাদান এবং তাদের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়েই এগিয়ে চলেছে ইউরো হেরিটেজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এলাকার শিক্ষাক্ষেত্রে এই উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছেন অভিভাবক মহল।

এগিয়ে চলো সংঘে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা মাস উপলক্ষ্যে সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করে। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরায় সিল্ক সমগ্রা—০২ প্রকল্পের অধীনে রেশমচাষের উল্লম্ব সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড, বস্ত্র মন্ত্রক, ভারত সরকার দেশব্যাপী বিভিন্ন কেন্দ্রীয় খাতভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে রাজ্য রেশম দপ্তরগুলির সহযোগিতায়। ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের একমাত্র ইউনিট হিসেবে আগরতলার রিসার্চ এক্সটেনশন সেন্টার রাজ্যের হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফস ও সেরিকালচার দপ্তরের সহায়তায় রেশম চাষিদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই মিশনের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের রিসার্চ এক্সটেনশন সেন্টার, আগরতলা রাজ্যে রেশমচাষ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে এক্সটেনশন কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম, প্রযুক্তি প্রদর্শনী, ফসল পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করে আসছে।

চলমান সিল্ক সমগ্র —০২ প্রকল্পের অধীনে রেশমচাষে উল্লম্ব সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করতে ড. দীপ কুমার গগৈ, সায়েন্টিস্ট-ডি, কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের নেতৃত্বে একটি দল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিশালগড়ে কড়ই মুড়া ছায়া নট হলে একটি সচেতনতা সভার আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণে ড. গগৈ উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রেশমচাষকে লাভজনক করার আহ্বান জানান। তিনি উচ্চ ফলনশীল নতুন তুঁত জাত এবং জলবায়ু সহনশীল রেশম কীটের জাত/হাইব্রিড গ্রহণের ওপরও জোর দেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস; বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন আতসী দাস; বিশালগড় আর.ডি ব্লকের বিডিও নানটু দেব, সিপাহীজলার রেশম জেলা আধীকারিক রতন মনি সরকার, শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য তপন দাস এবং বিশ্রামগঞ্জ এম আর সি এস-এর সভাপতি প্রতিমা শর্মা।

প্রযুক্তিগত অধিবেশনে রেশম কীট পালন প্রযুক্তি, তুঁত চাষের প্যাকেজ ও প্র্যাকটিস এবং রেশম কীটের রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড-আর.ই.সি, আগরতলার সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রী হরিধন নম এবং শ্রী সব্যসাচী গঙ্গোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে জীবাণুনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি, চৌকি পালন প্রযুক্তি, নতুন তুঁত জাত, রেশম কীটের জাত/হাইব্রিড, জীবাণুনাশক ইত্যাদি বিষয়ে প্রদর্শনী উপস্থাপন করেন। আলোচনায় রেশম কীটের ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাল ও প্রোটোজোয়া জনিত রোগের প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা কৌশলও তুলে ধরা হয়। এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য ছিল রাজ্যে রেশমচাষের উল্লম্ব সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের কাছে একটি সমন্বিত প্যাকেজ উপস্থাপন করা।

আগামী ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে স্রুজনা জাতীয় নৃত্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: স্রুজনা সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে আগামী ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে স্রুজনা জাতীয় নৃত্যোৎসব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা হাই কোর্টের বিচারপতি জাস্টিস ড. টি অমরনাথ গৌড়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট জন।

দু’’দিনব্যাপী এই নৃত্যোৎসবে রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হবে কথাকলি, ওডিশি নৃত্য, দেওধনী, মনিপুরী, ধামাইল, মোহিনী অট্টম, পেরিনি তান্ডব, রাজস্থানী ঘুমর, মামিতা নৃত্য, ভারত নাট্যম, কথক নৃত্য, গৌড়িয় নৃত্যম, হজাগিরি নৃত্য, কুচিপুড়ি নৃত্যম, বিহুনৃত্য ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলা প্রেসক্লাবে নাথ যোগী ফোরামের যুব সম্মেলন, যুব শক্তির উপর জোর রাজ্য সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ,১৩ ফেব্রুয়ারি:- শুক্রবার সকাল দশটায় আগরতলা প্রেসক্লাব-এর ভূমিতল কক্ষে নাথ যোগী ফোরাম-এর উদ্যোগে এক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত যুব প্রতিনিধি ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন ফোরামের রাজ্য সভাপতি হরিহর দেবনাথ।

তিনি প্রথমে মহাদেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। পরে ওঁম ধ্বনি পাঁচবার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক জগদীশ দেবনাথ, ধলাই জেলা সভাপতি কুমুদ নাথ ভৌমিক, উপদেষ্টা মনোরঞ্জন দেবনাথ এবং রাজ্য কমিটির সদস্য সুভাষ দেবনাথ।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি হরিহর দেবনাথ বলেন, নাথ সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে যুবকদের নিয়ে প্রথমবারের মতো এই যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে বলে তিনি জানান। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অস্থায়ী যুব কমিটি গঠন করা হয়। এতে সনৎ দেবনাথকে কনভেনার, স্বপন দেবনাথকে যুগ্ম কনভেনার এবং শ্যামল দেবনাথকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

রাজ্য সভাপতি আরও বলেন, বিভিন্ন এলাকায় সভা ও সমিতির মাধ্যমে স্বজাতি জনগণের কাছে সংগঠনের কর্মসূচি ও আদর্শ পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি এই লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এদিন গঠনতন্ত্রসহ সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক জগদীশ দেবনাথ, ধলাই জেলা সভাপতি কুমুদ নাথ ভৌমিক, দক্ষিণ জেলা সভাপতি বলরাম দেবনাথ, রাজ্য কমিটির সদস্য দীলিপ দেবনাথ ও সুভাষ দেবনাথ এবং উপদেষ্টা মনোরঞ্জন দেবনাথ।

ধর্মঘটকে ঘিরে অপপ্রচারের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে, সোচ্চার সিআইটিইউ

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: গতকাল দেশব্যাপী ডাকা ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বিজেপির পক্ষ থেকে অপপ্রচার ও নানা ধরনের কুৎসা রটানোর অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ করেন সিআইটিইউ-র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত।

এদিন শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন, ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা গতকাল ধর্মঘটে রাজ্যে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। কোথাও সিআইটিইউর তরফ থেকে পিকেটিং বা কাউকে রাস্তায় আটকানো হয়নি। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আড়াল করতেই শাসক দল বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য দাবি, কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমআইন সংশোধনসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে ধামাচাপা দিতে পরিকল্পিতভাবে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন, ধর্মঘট ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করে, এই আন্দোলন মানুষের বাস্তব সমস্যা থেকে উঠে এসেছে। এই ধরনের অপপ্রচার শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করতে পারবে না। ভবিষ্যতেও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় সংগঠন আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

আর্থিক সংকটে থমকে চিকিৎসা, ১৩ বছরের ক্যামেলি ত্রিপুরার জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার

বিলোনিয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারী: চরম আর্থিক সংকটের কারণে অসুস্থ কন্যার চিকিৎসা করাতে পারছেন না এক অসহায় মা। বুকের ফুসফুসে ছিদ্র ধরা পড়েছে ১৩ বছরের কিশোরী ক্যামেলি ত্রিপুরার। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

ক্যামেলি ত্রিপুরার বাড়ি বিলোনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত-এর ভারতচন্দ্র নগর এলাকার দেওয়ানজি পাড়া, ১ নম্বর ওয়ার্ডে। তাঁর পিতা রাজমোহন ত্রিপুরা পেশায় দিনমজুর এবং মাতা স্বপ্না রাণী ত্রিপুরা। অত্যন্ত দরিদ্র এই পরিবারটি দিন আনে দিন খায় অবস্থায় জীবনযাপন করছে।

দৈনন্দিন খরচ চালানোই যেখানে কঠিন, সেখানে মেয়ের ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ জোগাড় করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চিকিৎসকদের মতে, দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা গেলে ক্যামেলির শারীরিক পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করাও সম্ভব হচ্ছে না।

অসহায় মা স্বপ্না রাণী ত্রিপুরা সমাজের সহৃদয় মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বলেন, আমার মেয়েকে বাঁচাতে যা যা দরকার, তা করার সামর্থ্য আমাদের নেই। সকলের একটু সহযোগিতা পেলে হয়তো আমার মেয়েটা নতুন করে বাঁচার সুযোগ পাবে।

এই হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এলাকাবাসীরাও।মানবিক সহায়তা পেলেই হয়তো নতুন করে জীবনের আলো দেখতে পারে ছোট্ট ক্যামেলি।

তকশাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে প্যালিয়েটিভ কেয়ার পরিষেবা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি: জনসাধারণের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সিপাহীজলা জেলার তকশাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে তৈজিলিং আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের অন্তর্গত রবিগোপাল পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে শয্যাশায়ী রোগীদের প্যালিয়েটিভ কেয়ার পরিষেবা প্রদান করা হয়।

এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তৈজিলিং পাড়ার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে চারজন শয্যাশায়ী ও অসুস্থ রোগীকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়।রোগীদের মধ্যে ছিলেন২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মানিক দত্ত (৭৫), যিনি গত ৪ বছর ধরে স্ট্রোকজনিত সমস্যায় ভুগছেন;৫ নং ওয়ার্ডের উষা রানী দেবনাথ (৬৭), যিনি প্রায় ৫ বছর আগে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন;১ নং ওয়ার্ডের লালমতি বিবি (৭৭), যিনি দীর্ঘদিন ধরে চোখের সমস্যায় ভুগছেন এবং বর্তমানে দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়েছেন; এবং একই ওয়ার্ডের চখিনা খাতুন (৭৫), যিনি কোমরের হাড় ভাঙার কারণে দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী অবস্থায় আছেন।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার টিম রোগীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করেন। পাশাপাশি রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মানসিক সহায়তা দেওয়া হয় এবং নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ প্রদান করা হয়। যেসব রোগীর উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে, তাঁদের উপযুক্ত রেফারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।উক্ত প্যালিয়েটিভ কেয়ার টিমে উপস্থিত ছিলেন তকশাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আয়ুষ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সংগীতা দাস, কমিউনিটি হেলথ অফিসার শ্রী হীরক দেবনাথ এবং আশাকর্মী।

সড়ক সুরক্ষায় উত্তর জেলাজুড়ে বিশেষ অভিযান, ধর্মনগরে এসপি’র নেতৃত্বে কড়া চেকিং

ধর্মনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারী: সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও ট্রাফিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উত্তর জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে সড়ক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ অভিযান। জেলার সমস্ত থানা এলাকায় একযোগে যানবাহন চেকিং চালানো হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে শুক্রবার ধর্মনগর শহরের রেলগেট এলাকায় জেলা পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই—এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়।

এই অভিযানে মূলত দ্রুতগতির যান চলাচল, হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল আরোহী এবং ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘনের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে নজরদারি করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে অসচেতনতা ও নিয়ম না মানার কারণে সড়কে একাধিক প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। সেই কারণেই দুর্ঘটনা প্রতিরোধে চালকদের সচেতন করার পাশাপাশি বিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

অভিযান চলাকালীন জেলা পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই জানান, সড়কে চলাচলের সময় প্রত্যেক চালককে নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলতে হবে। মোটরসাইকেল চালানোর সময় হেলমেট পরিধান বাধ্যতামূলক এবং ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে মানতে হবে। তিনি বলেন, আইন মানলে শুধু জরিমানা এড়ানো নয়, নিজের ও অন্যের জীবনও সুরক্ষিত থাকে। এদিনের অভিযানে জেলা পুলিশ সুপারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ মিনা দেববর্মা সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং টিএসআর বাহিনীর সদস্যরা। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একাধিক চালকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এই ধরনের সড়ক সুরক্ষা অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

সচিবালয়ের সামনে ড্রেনে গড়াগড়ি খাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি, প্রশ্নে প্রশাসনের দায়িত্ববোধ

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী: সচিবালয় সামনে ড্রেনের ভিতর পড়ে থাকতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার মানিক সাহা-র একটি ছবি।সচিবালয়ের মতো সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকার পরিচ্ছন্নতা ও মর্যাদা রক্ষায় কেন তৎপরতা দেখা গেল না, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ছবিটি দীর্ঘ সময় ধরেই ড্রেনের মধ্যে পড়ে ছিল। অথচ প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়েই মন্ত্রী, বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, আইএএস অফিসারসহ উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্তারা যাতায়াত করেন। তা সত্ত্বেও বিষয়টি কারও নজরে না আসা বা নজরে এলেও কোনও উদ্যোগ না নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ছিল স্পষ্ট। এক পথচারী বলেন, এটা কোনও ব্যক্তির ছবি নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। এমন অবহেলা মানে প্রশাসনিক উদাসীনতারই প্রতিফলন। আরেকজনের মন্তব্য, সচিবালয়ের সামনে যদি এমন হয়, তাহলে সাধারণ এলাকায় কী অবস্থা, তা সহজেই বোঝা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বিষয়টি শুধু একটি ছবি পড়ে থাকার নয়, এর সঙ্গে প্রশাসনের দায়িত্ববোধ ও নজরদারির প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। সচিবালয়ের মতো সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকার পরিচ্ছন্নতা ও মর্যাদা রক্ষায় কেন তৎপরতা দেখা গেল না, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

রাতেও থামছে না দুর্ঘটনা, চড়িলামে ফের বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক আরোহী

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: রাতের অন্ধকারেও থামছে না পথ দুর্ঘটনা। চড়িলাম পেট্রোল পাম্পের সামনে ফের একটি বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক বাইক আরোহী।এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার দু’পাশে একাধিক চায়ের দোকানের সামনে অবৈধভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ওই এলাকায় যান চলাচল প্রায়শই ব্যাহত হয়। এই কারণেই প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার অভিযোগ উঠছে। গত রাতেও একই পরিস্থিতিতে একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

বাংলাদেশের মসনদে

● প্রথম পাতার পর

আমিন এটিকে “গণতন্ত্রের বিজয়” বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, জনগণের আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা বিএনপির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এই নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

তিনি আরও জানান, দলের নেতা তারেক রহমান জনগণের আস্থা ও সমর্থনের মর্যাদা রক্ষা করবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করবেন বলে বিএনপি আশা করছে।

আসন্ন সরকার শহীদদের ত্যাগের মর্যাদা রক্ষা করবে এবং জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বকে শক্তিশালী করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সংসদে আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত রেলযাত্রায় দীর্ঘ সময় লাগছে। এর প্রভাব পড়ছে সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পর্যটন ক্ষেত্রেও। হাই-স্পিড ট্রেন চালু হলে যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং যাতায়াত আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে বলে তিনি জানান।

তাই রেলমন্ত্রকের নিকট তিনি আবেদন জানিয়েছেন, এই রুটে দ্রুতগতির ট্রেন পরিষেবা চালু হলে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী, কর্মজীবী মানুষ, রোগী ও পর্যটকরা সরাসরি উপকৃত হবেন। একই সঙ্গে রাজ্যে শিল্প-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনাও বাড়বে।

স্মার্ট সিটির কাজ

● প্রথম পাতার পর

সচিব মিলিন্দ রামটেকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বিভিন্ন কভার ড্রেন নির্মাণ, বাস স্টপ, ইউনিটি মল, স্মার্ট রোড, হাওড়া রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট সহ মোট ৬৬টি প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনীয়ার সহ পদস্থ আধিকারিকগণ।

সাত সকালে ঝুলন্ত মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে অনুমান করা হলেও, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে।

ভ্যালিডেশন অ্যাক্টের

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। সর্বভারতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৩ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার সামনে ধর্না ও বিক্ষোভ সংগঠিত হবে। রাজ্যেও ত্রিপুরা ফোরাম অফ সিভিল পেনশনার্স এসোসিয়েশন-এর আহ্বানে আগরতলায় আকাশবাণী ভবনের উল্টোদিকে, রাজবাড়ীর উত্তর গেট সংলগ্ন এলাকায় বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত গণধর্না অনুষ্ঠিত হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শাশুড়িকে হত্যার দায়ে জামাতার যাবজ্জীবন

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্ত সত্যজয় ত্রিপুরা (২৪) তার শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। অভিযোগ, সেদিন গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থায় তিনি নিজের শাশুড়ি উনতি রিয়াংকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলা টিপে হত্যা করেন।

ঘটনার পর বাইখোরা মহিলা থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তকারী অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর রুমা নোয়াতিয়া ১৪ জন সাক্ষীকে অন্তর্ভুক্ত করে আদালতে চার্জশিট পেশ করেন।

আদালতে ১৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারক অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। সরকারের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর সুব্রত চক্রবর্তী।

ভারতের সঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

প্রায় এক দেড় বছর ধরে বাংলাদেশে অস্থির পরিবেশের জেরে দুই দেশের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। সেখানে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গেলে নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে বিএনপি পার্টি। বর্তমানে সেখানে অস্থিরতা অবসান হোক, গণতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠা হোক, বাংলাদেশের উন্নয়ন হোক এবং দু’’দেশের সম্পর্কে সুস্থিরতা বজায় থাকুক, সেটাই কাম্য।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিগত বেশ কিছু দিনে বাংলাদেশের অস্থিরতার জেরে বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাটা পড়েছিল। নিশ্চিন্তপুর সহ সাব্রুম এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসার যে পরিকল্পনা ছিল তা অনেকটাই বিঘ্নিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বিএনপি সরকার পুনরায় ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সহ আত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে এবং দুই দেশের মৈত্রী, আত্মার সম্পর্ক বজায় রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

ফোনে তারেককে

● প্রথম পাতার পর

সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম করেছে বলে দাবি করা হয়েছে, যার ফলে নতুন সরকার গঠনের পথ সুগম হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই দুই নেতার এই ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে দিনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স-এ পোস্ট করে তারেক রহমানকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান। তিনি লেখেন, বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপিকে নিরঙ্কুশ জয়ের দিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন। এই জয় আপনার নেতৃত্বের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গঠনে ভারত সর্বদা পাশে থাকবে। দ্বিপাক্ষিক বহুমুখী সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা এবং অভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছি।

উল্লেখ্য, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান শনিবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন, যা প্রায় ৩৫ বছর পর দেশে একজন পুরুষ প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন হিসেবে চিহ্নিত হবে। গত ডিসেম্বরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর তারেক রহমান বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর পুত্র।

দু’দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য

● প্রথম পাতার পর

একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়। এর প্রভাব পড়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী এবং শ্রমজীবী মানুষের উপর।

বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আগরতলার ব্যবসায়ী বিমল রায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমরা আশাবাদী। নিশ্চিন্তপুর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযোগকারী রেলপথ দ্রুত চালু হোক এবং দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরায় মসৃণ হোকএটাই প্রত্যাশা। তিনি আরও জানান, বাণিজ্য কার্যত বন্ধ থাকায় দুদেশের বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। ব্যবসা স্বাভাবিক হলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগও পুনরায় সৃষ্টি হবে বলে তিনি মনে করেন।

অন্যদিকে, আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট-এর ব্যবসায়ী প্রাণতোষ সাহা জানান, তিনি বাংলাদেশ থেকে সিমেন্ট আমদানি করেন। তিনি বলেন, গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশে অস্থিরতার কারণে ব্যবসায় ভাটা পড়েছিল। ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছিল। তবে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে এবং ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের পুনরায় স্বাভাবিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদী।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি দীর্ঘদিন ধরেই চলমান। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অর্থনীতি অনেকাংশে এই বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। ফলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরলে দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক নতুন গতি পাবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। বর্তমানে ব্যবসায়ীরা আশা করছেন, দুই দেশের সরকার পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া সহজতর করবে এবং সীমান্ত বাণিজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে

● প্রথম পাতার পর

অধীনে ৫০ জন করে মোট ১০০ জন পুরুষ ও মহিলা এম.পি.ডব্লিউ. নিয়োগ করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী জানান, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রাথমিকভাবে উদয়পুরের চন্দ্রপুরে আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজের পঠনপাঠন শুরু হবে। যদিও মূল আয়ুর্বেদিক কলেজটি উদয়পুরের টেপানিয়াতে স্থাপন করা হবে। তাছাড়া আগরতলার রেন্টার্স কলোনীস্থিত হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালেই হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের পড়াশোনা শুরু হবে। উভয় মেডিক্যাল কলেজেই ৬০টি করে আসন থাকবে। তাছাড়াও তিনি বলেন, গতকালের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে ৮ জন এম.টি.এস. (গ্রুপ-ডি), বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে ট্রেডাতে ৭ জন এল.ডি.সি. নিয়োগ করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দিল্লিতে কর্মরত টি.এস.আর. বাহিনীর এইচ.আর.এ. (হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স) ২৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ করা হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীন আবাসিক বিদ্যালয়ের ৩৭,৭৭৩ জন আবাসিকদের প্রাত্যহিক বৃত্তি ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করার সিদ্ধান্তও মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে বলে জানান পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

অভিনন্দন খড়গের

যাচ্ছেন। এর মধ্য দিয়ে প্রায় ৩৫ বছর পর দেশে একজন পুরুষ প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন।

ঢাকা-১৭ আসনের অনানুষ্ঠানিক ফলাফলে দেখা যায়, তারেক রহমান ৭২,৬৯৯ ভোট পেয়ে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামাত-ই-ইসলামি প্রার্থী এস. এম. খালিদুজ্জামানকে (৬৮,৩০০ ভোট) পরাজিত করেছেন। এছাড়া বগুড়া-৬ আসনেও তিনি ২,১৬,২৮৪ ভোট পেয়ে জামায়াত প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেলকে (৯৭,৬২৬ ভোট) পরাজিত করেন।

এর আগে ভোট প্রদান শেষে তারেক রহমান জয়ের বিষয়ে “শতভাগ আশাবাদী” বলে মন্তব্য করেন। গত ডিসেম্বর তাঁর মা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া-এর মৃত্যুর পর তিনি বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর পুত্র। বর্তমানে বিএনপি নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তারেক রহমান দেশের নেতৃত্ব গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 14-02-2026, 01:20

ক্রীড়াঙ্গন

রাজ্য জাদুঘরে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য গেমসের মাসকট র‍্যালির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে অপরাজিত থেকে ফাইনালের দোরগোড়ায় মোহনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মোহনপুর। এই জয়ের সুবাদে মোহনপুর যথারীতি ফাইনালে খেলার প্রহর গুনতে শুরু করে দিয়েছে। সেমিফাইনালে কৈলাশহর অনেকটা ব্যাকফুটে অবস্থান করে শেষ চেষ্টার কথা ভাবছে। আগামীকাল (শনিবার) ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিন। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে সেমিফাইনাল ম্যাচ। এমবিবি স্টেডিয়ামে কৈলাশহর ও মোহনপুরের খেলায় চালকের আসনে রয়েছে মোহনপুর। পক্ষান্তরে কৈলাসহর ফলোঅনে খেলতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৫ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে চার উইকেট হারিয়ে ৫০ রান সংগ্রহ করেছে। এক কথায় কৈলাশহর এই মুহূর্তে ১৮৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তেমন কোন অঘটন না ঘটলে মোহনপুর ইনিংসে জয়ী হয়ে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেতে চলেছে। বৃহস্পতিবার ম্যাচ শুরুতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে দিনভর ৯০ ওভারে ছয় উইকেট দাঁড়িয়ে ২৬৬ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, শুক্রবার দ্বিতীয় দিনে আরও ২৮ ওভার ৫ বল খেলে বাকি ৪ উইকেট হারিয়ে ৭৫ রান যোগ করে দল ৩৪১ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে ইস্ট দেবনাথ এর ডাবল সেঞ্চুরি বেশ উল্লেখযোগ্য। ইস্ট ৩৬৫ বল খেলে ৩৩ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২০৬ রান সংগ্রহ করে। কৈলাশহরের রাজদীপ সিনহা ৮২ রানের বিনিময়ে ছটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে কৈলাশহরের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ১০৪ রানে। দলের পক্ষে সুদীপ দেবনাথ সর্বাধিক ৩৬ রান পায়। মোহনপুরের অঙ্কিত দাস আট রানে চারটি উইকেট তুলে নেয়। ফলোঅনে কৈলাশহর পুনরায় ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৫ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে পঞ্চাশ রান সংগ্রহ করে। সুদীপ দেবনাথ ১৬ রানে এবং রেজাউল ইসলাম নয় রানে উইকেটে রয়েছে। মোহনপুরের অঙ্কিত দাস ও পান্থর দেববর্মা ২টি করে উইকেট পেয়েছে।

কুশল মেমোরিয়াল ওপেন টেনিস টুর্নামেন্ট জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। মালঞ্চ নিবাস স্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে ২২তম কুশল ওপেন ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আজ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে যে, এবারের কুশল ওপেনে মোট ১২টি দল অংশগ্রহণ করছে, যার মধ্যে ৯টি দল বহিঃরাজ্যের। এই দলগুলো এসেছে বাংলা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ঝাড়খণ্ড, কলকাতা স্পোর্টস এবং অরুণাচল প্রদেশ থেকে। ভারতের ১২০ নম্বর র‍্যাঙ্কিংধারী খেলোয়াড় অভিনাশু বরঠাকুরসহ অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল ইতিমধ্যেই ত্রিপুরায় পৌঁছেছে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।আজ থেকেই টিটিএ এআইটিএ চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজ (৩) ২০২৬ শুরু হয়েছে। অনূর্ধ-১৮ ছেলে ও মেয়েদের জন্য আয়োজিত এই জাতীয় র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টটি ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বাংলা, আসাম এবং মেঘালয় থেকে প্রতিযোগীরা এসেছে।অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী টিংকু রায় ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়কে শুভকামনা জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, টিটিডিসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম্যান রতন সাহা, মণিপুর টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শশাঙ্ক শেখর শর্মা, মেঘালয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ভিকি ভাদেরা, ঝাড়খণ্ড টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের বিপুল কুমার এবং টিটিএ-র সভাপতি বিধান রায়, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় প্রমুখ।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় স্টেট গেমসের ম্যাসকট রেলি-র সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেমস আগামী ২২ থেকে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৮টি ইভেন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে আজ, শুক্রবার সকাল ৯টায় উজ্জয়ন্ত প্যালেস তথা রাজবাড়ীর সামনে থেকে তিনদিনব্যাপী সমগ্র রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা সদরে প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রথম পর্বের ম্যাসকট রেলির শুভ সূচনা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান রতন সাহা, সহ-সভাপতি স্বপন সাহা, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বেনীমাধব দেবনাথ এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল স্টেট গেমসের বার্তা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা ঘুরে ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় ফিরে আসবেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমিয় দাস, প্রণব অখণ্ড ও প্রণব চৌধুরী। উল্লেখ্য ম্যাসকট রেলি আজ, শুক্রবার সিপাহীজলা গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ঘুরে আগরতলায় ফিরে আসছে। অতঃপর আগামীকাল (শনিবার) সকাল সাতটায় এন এস আর সি সি-র প্রাঙ্গণ থেকে রওনা হয়ে খোয়াই, ঊনকোটি জেলা ঘুরে, পরদিন, ১৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার উত্তর ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলা ঘুরে আগরতলায় ফিরে আসবে।

আইপিএলের আগেই বিরাট ধাক্কা, মানহানি মামলায় ধোনিকে বিরাট অর্থ দিতে নির্দেশ আদালতের

হাই কোর্টে বিরাট ধাক্কা খেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। একটি মানহানির মামলায় প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারকে ১০ লক্ষ টাকা দিতে নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাজ হাই কোর্ট। ২০১৩ সালের একটি মামলার প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে। একমাসের মধ্যে এই অর্থ জমা দিতে হবে প্রধান বিচারপতির ত্রাণ তহবিলে।২০১৩ সালে আইপিএল বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে কার্যত তোলপাড় হয়ে যায় ভারতের ক্রিকেট মহল। সেই গড়াপেটা মামলার তদন্তে ছিলেন আইপিএস অফিসার জি সম্পথ কুমার। তাঁর করা প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতেই নির্বাসিত হতে হয় চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালসকে। পরে এই সম্পথ কুমারই অভিযোগ করেন, যে তদন্তের রিপোর্ট তিনি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেছিলেন, সেটা পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করা হয়নি। সেটা প্রকাশ করা হলেই জানা যেত, ২০১৩ সালে আইপিএলের ম্যাচ গড়াপেটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ধোনিও।

সম্পথের এই মন্তব্যকেই হাতিয়ার করে আইনি যুদ্ধে নামেন ধোনিও। ২০১৪ সালে মামলা ঠুকে ক্যাপ্টেন কুল অভিযোগ আনেন, সম্পথ বলতে চাইছেন সুপ্রিম কোর্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তদন্তের রিপোর্টের একটা অংশ প্রকাশ্যে আনেনি, যা সুপ্রিম কোর্টের অবমাননার শামিল। ওই মামলাতেই ধোনি আবেদন করেন, ম্যাচ গড়াপেটার বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনওরকম মন্তব্য করা থেকে যেন বিরত থাকেন সম্পথ। মানহানির ১০০ কোটি টাকা দাবিও করেন মাহি। পরে দোষী সাব্যস্ত হন সম্পথ। কিন্তু তাঁর সাজা স্থগিত রাখে সুপ্রিম কোর্ট।সেই মামলাতেই এবার ধোনিকে ১০ লক্ষ টাকা দিতে নির্দেশ মাদ্রাজ হাই কোর্টের। তবে এটা জরিমানা বা অন্য কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নয়। ২০১৩ সালের মামলায় প্রমাণ হিসাবে বেশ কিছু সিডি জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই সিডির বয়ান আদালতের ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে দোভাষী এবং টাইপিস্ট নিয়োগের প্রয়োজন। সেই ব্যয়ভার ধোনিকেই নিতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত। ইতিমধ্যেই আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ধোনি। কিন্তু টুর্নামেন্টে নামার আগে আর্থিক ধাক্কা খেলেন তিনি।

রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিন কলম্বোয় জোর বৃষ্টির সম্ভাবনা, পুরো ম্যাচ কি হবে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস কী?

টি২০ বিশ্বকাপে রবিবার কলম্বোয় মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত এবং পাকিস্তান। টালবাহানার পর অবশেষে এই ম্যাচ হয়েছে। সমর্থকদের উন্মাদনাও লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে রবিবারের ম্যাচে বাদ সাধতে পারে বৃষ্টি। শুক্রবার শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ম্যাচের আগেই জোর বৃষ্টি হতে পারে।ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ পুরোপুরি হয়তো ভেস্তে যাবে না। তবে ম্যাচের মাঝে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছেই। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ম্যাচের সময়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫০-৬৫ শতাংশ। আকাশ পুরোপুরি মেঘলা থাকবে। ম্যাচের আগে বৃষ্টি হতে পারে। ফলে ম্যাচ দেরিতে শুরু হলে অবাক হওয়ার থাকবে না। দুপুরের দিকেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।কলম্বোর পিচে সাধারণত স্পিনারেরাই সুবিধা পান। এখনও পর্যন্ত যে ক'টি ম্যাচ হয়েছে তার মধ্যে একটিতেই ২০০-র বেশি রান হয়েছে। কলম্বোয় ভারতের অস্ত্র তাদের স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর পটেলরা। পাকিস্তানের হাতে থাকছে আবরার আহমেদ, শাদাব খান, উসমান তারিকের মতো বিকল্প। বৃষ্টি হলে দুই দলকেই নিজেদের কৌশল বদলাতে হবে। বোলিং পরিবর্তনে বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে। কারণ বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে একটি-দু'টি ওভারই ম্যাচের ফলাফল নির্ণয় করে দিতে পারে।বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচে ভারত হারিয়েছে আমেরিকা এবং নামিবিয়াকে। পাকিস্তান জিতেছে নেদারল্যান্ডস এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে। রবিবার দুই দলের কাছেই তৃতীয় ম্যাচ।

জাতীয় অনূর্ধ ২৩ মহিলা ক্রিকেটের জন্য ১৮ সদস্যের রাজ্য দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পন্ডিচেরিতে আগামী তিন মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে মহিলাদের অনুর্ধ ২৩ এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আসন্ন এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের একটি দল। এসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে ১৮ সদস্যের রাজ্য দল ঘোষণা করে বৃহস্পতিবার। এবারের এই টুর্নামেন্টের রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দেবেন অন্বেষা দাস। ঘোষিত দলটি হল অন্বেষা দাস (অধিনায়ক), তানিশা দাস, অস্মিতা দেবনাথ, অনামিকা দাস, রুপালি দাস, পারমিতা চক্রবর্তী, অনুষ্কা শীল, পূজা তপন দাস, অন্তরা দাস, এঞ্জেল পাল, অন্তরানী নোয়াতিয়া, রেশমি নোয়াতিয়া, মমিতা দেব, সেবিকা দাস, পায়েল নমঃ, জুয়েল বাউল, অস্মিতা দাস ও গিয়া মন্ডল। রাজ্য দলের প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন নরেন নরেন্দ্র কুমার, সহকারী প্রশিক্ষক তপন কুমার দেব, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ, হর্ষিতা কৃষ্ণা মূর্তি ও সুখেন্দু দে। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত রাজ্য দলের ক্রিকেটারদের নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে রিপোর্ট করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরকে ব্যাকফুটে রেখে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে বিসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে শহরের বনেদি বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব। সেমিফাইনাল ম্যাচে ধর্মনগর কে ব্যাকফুটে রেখে অনেকটাই এগিয়ে বিসিসি। ধর্মনগরের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ১৫১ রানের জবাবে বিসিসি আজ শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে বিসিসি ১৯৭ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে তাদের আরও তিন উইকেট বর্তমান। আগামীকাল (শনিবার) ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে ধর্মনগর দুই/আড়াইশো রানের টার্গেট নিয়ে খেলতে নামবে ইনিংস পরাজয় এড়ানোর লক্ষ্যে। একদিকে ধর্মনগরের প্রথম ইনিংসের লো স্কোর অপরদিকে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের দুরন্ত স্কোর সংগ্রহের সুবাদে বিসিসি-কে জয়ের দোরগড়ায় বলা যাচ্ছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য টিকেটের। বিসিসি আজ ৬৫ রান থেকে খেলা শুরু করে দিনভর ৯০ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৮৩ রান যোগ করে ৩৪৮ রানে পৌঁছে। দলের পক্ষে সন্দীপন দাসের ১৩৯ রান অধিনায়ক অর্কজিৎ সাহার ৬০ রান এবং সাগর সূত্রধরের ৬০ রান উল্লেখ করার মতো। ধর্মনগরের অভয় চক্রবর্তী ৪টি উইকেট পেয়েছে ১০৩ রানের বিনিময়ে।

ব্যাটে-বলে মাত করেও অভিযোগ হার্দিকের! ফর্মে না থাকা সঞ্জুর প্রশংসায় সূর্য

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম দু'ম্যাচে জয় এলও দলের পারফরম্যান্স প্রত্যাশাপূরণ করতে পারছে না। নামিবিয়াকে ৯৩ রানে হারানোর পর মেনে নিলেন সূর্যকুমার যাদব। হার্দিক পাণ্ড্য বিশ্বকাপের আগে দু'মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছেন। সেনাদের মতো ট্রেনিংও করেছেন। পিচ নিয়ে অসন্তোষের কথা জানাতেও ভুললেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার।

সূর্য মেনে নিলেন, সব কিছু ঠিক মতো হচ্ছে না। ম্যাচের পর তিনি বললেন, "ভাল ম্যাচ হল। ঈশান কিশন আর সঞ্জু স্যামসন দারুণ শুরু করেছিল। ৬-৭ ওভারের মনে হচ্ছিল ২৪০-২৫০ রান হয়ে যাবে। সেটা হল না। উইকেটে বল একটু থেমে আসছিল। নামিবিয়ার বোলারেরাও খুব ভাল বল করল। ওদের কৃতিত্ব কেড়ে নিতে চাই না। ক্রিকেট এই জন্যই অনিশ্চয়তার খেলা।"

ভারতীয় দলের অধিনায়ক খুশি জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পাণ্ড্যদের পারফরম্যান্সে। আমেরিকার বিরুদ্ধে অসুস্থতার জন্য খেলতে পারেননি বুমরাহ। সূর্য বললেন, "বুমরাহ পুরো ৪ ওভার বল করল। এটা আমাদের বড় পাওনা। অক্ষর পটেলের সঙ্গে জুটিতে বরুণ চক্রবর্তীও খুব ভাল বল করল।" আলাদা করে বললেন হার্দিকের কথা। সূর্য উচ্ছ্বসিত তাঁকে নিয়ে, "হার্দিক দুর্দান্ত। ভাল ব্যাট করল। নতুন বলে বল করল। শেষের দিকের ওভারগুলোতেও বেশ ভাল বল করল। যখন প্রয়োজন হচ্ছে, তখনই কিছু না কিছু করছে। আমাদের কাছে প্রতিটা ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। শুরুটা হয়তো আমরা নিখুঁত করতে পারিনি। তবে দল ঠিক পথেই এগোচ্ছে।"নামিবিয়ার বিরুদ্ধে সহজ জয়ে পাক যুদ্ধের মহড়া সেরেছে ভারত। ৯৩ রানে জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। এমন দাপুটে জয়ের পর যে কোনও টিম, যে কোনও কোচের স্বস্তিতে থাকার কথা। কিন্তু ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছেন কোথায়! নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ের পরেও যে চিন্তার মেঘ পুরোপুরি সরছে না ভারতীয় টিমের উপর থেকে। এই আবহে রবিবাসরীয় মহারণে ভারতকে ফেভারিট মনে করছেন না প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। মহারণের আগে সূর্যদের বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে নেমেছিলেন সূর্যকুমার যাদবরা। নামিবিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল আরও একটা ম্যাচের প্রস্তুতি চলছিল। কোন ম্যাচ? সহজেই অনুমেয়। রবিবারের পাকিস্তান-যুদ্ধ। তার আগে টিম ইন্ডিয়াকে সতর্ক করে দিলেন হিটম্যান। বললেন, "প্রথমত আমি কখনওই ফেভারিট এই শব্দটায় বিশ্বাস করিনি। ফেভারিট বলে কিছু হয় না। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের মজাই আলাদা। এর আকর্ষণই আলাদা।"

ভারতকে জোড়া বিশ্বকাপ জেতানোর পুরস্কার হিসাবে রোহিত শর্মাকে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করেছে আইসিসি। এর আগে আর কোনও সক্রিয় ক্রিকেটারকে এভাবে এত বড় টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করা হয়নি। সেই রোহিত আরও বলেন, "গত ১০ বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বহু কিছু ঘটেছে। সব দলই এখন অনেক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলে। তবে মাঠে নামব, জিতব আর ২ পয়েন্ট পাব, এটা ভেবে তো আর খেলা যায় না। পয়েন্টের পেতে হলে নির্দিষ্ট দিনে আপনাকে ভালো খেলতে হবে। নাহলে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হতে পারে।"

তাঁর সংযোজন, "অতীতে কী ঘটেছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। টিম এখন কেমন খেলছে, সেটা সবার আগে গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিকেটাররা ফর্মে থাকা না থাকার উপর নির্ভর করে ম্যাচের রেজাল্ট। এখন যে কোনও দল যে কোনও দলকে হারাতে পারে। সেই কারণে ভালো খেলতেই হবে। এটাই সবার আগে। তাই নির্দিষ্ট দিনের পারফরম্যান্সের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।" উল্লেখ্য, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসাবে চূড়ান্ত সফল রোহিত। অল্পের জন্য ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হাতছাড়া হলেও ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি। তাছাড়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার তিনি। নামের পাশে রয়েছে ৬ সেঞ্চুরি। যা আর কারও নেই। সেই রোহিত পাকিস্তান ম্যাচের আগে সূর্যকুমার যাদবের দলকে পরামর্শ দিলেন।

ব্যাট হাতে ২৮ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলার পর বল হাতে ২১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন হার্দিক। তিনিই ম্যাচের সেরা। খেলার পর বললেন তাঁর প্রস্তুতির কথা, "খেলাটা খুব উপভোগ করছি। দু'মাস প্রস্তুতি নিয়েছি বিশ্বকাপের জন্য। বলতে নেই, সব কিছু ঠিক ঠাক হচ্ছে। ব্যাট করতে ভাল লাগে। সুযোগ এলে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। রান পেলে দারুণ অনুভূতি হয়। শরীর এক দম ঠিক আছে। কঠোর পরিশ্রম করতে পারছি। বিশ্বকাপের মাসখানেক আগে আমি অনেকটা সেনাদের মতো ট্রেনিংও করেছি।" হার্দিকের মুখে শোনা গেল সতীর্থদের প্রশংসাও। তিনি বললেন, "আমাদের বোলিং আক্রমণ বেশ ভাল। দলে ভাল জোরে বোলার রয়েছে। ভাল স্পিনারেরা রয়েছে। অক্ষর, বরুণ, কুলদীপ যাদবেরা দুর্দান্ত।"দিল্লির পিচ কিছুটা বিস্মিত করেছে হার্দিককে। তিনি বলেছেন, "পর পর দুটো ম্যাচে আমরা যে পিচ পেলাম, তাকে ব্যাটিং সহায়ক বলা যাবে না। এতটুধীর গতির পিচ। আমাদের এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। এমন পিচে সফল হওয়ার জন্য দক্ষতা প্রয়োজন। তবে আমরা আর একটু পাটা পিচ আশা করেছিলাম।"

বৃহস্পতিবার দিল্লির ঘটনায় আবার প্রশ্ন ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে

নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্রিকেট মাঠে দর্শকদের ঢোকা ভারতে নতুন ঘটনা নয়। আন্তর্জাতিক ম্যাচ, আইপিএল বা ঘরোয়া ক্রিকেট সব ক্ষেত্রেই এমন 'অনুপ্রবেশ' দেখা যায়। বাদ থাকল না টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। বৃহস্পতিবার ভারত-নামিবিয়া ম্যাচ চলাকালীন এক দর্শক বিনা বাধায় পৌঁছে যান হার্দিক পাণ্ড্যের কাছে। অলরাউন্ডারকে জড়িয়েও ধরেন তিনি।

ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠল। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার নামিবিয়ার ইনিংসের সময় নিরাপত্তাকর্মীদের নজর এড়িয়ে মাঠে ঢুকে যান। সে সময় বল করতে আসেন হার্দিক। ওভার শুরুর আগে কথা বলছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে। সে সময় হঠাৎই মাঠে ঢুকে পড়েন এক যুবক। নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে ধরার আগেই দৌড়ে সোজা চলে যান হার্দিকের কাছে। জড়িয়ে ধরেন প্রিয় ক্রিকেটারকে। তিনি অবশ্য বিরাট কোহলি ১৮ নম্বর জার্সি পরেছিলেন। নিরাপত্তাকর্মীরা পৌঁছোলে ওই ভক্তকে ভাল ভাবে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে বলেন হার্দিক এবং সূর্য। ম্যাচের মাঝে এই ঘটনায় দু'জনকেই একটু অসন্তুষ্ট দেখিয়েছে। তবে এক নিরাপত্তাকর্মী ওই যুবককে প্রায় কোলে তুলে নিয়ে মাঠের বাইরে নিয়ে আসেন। ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে ২৮ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলার পর বল হাতে ২১ রানে ২ উইকেট নেন হার্দিক। ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পান তিনি। উল্লেখ্য, বডোদরার অলরাউন্ডার দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রিকেটার।এর আগে গত বছর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলার সময়ও একই ঘটনা ঘটেছিল। সে বার হায়দরাবাদে দু'-তিন জন যুবক ঢুকে পড়েন মাঠের মধ্যে। হার্দিকের সঙ্গে তাঁরা হাত মেলান, নিজস্বীও তোলেন মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে। কোহলি, রোহিত শর্মার ভক্তেরাও একাধিক বার এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের একটি ম্যাচেও এক যুবক কোহলির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েক বার তাঁর কাছে এ ভাবে পৌঁছে গিয়েছেন ভক্তেরা। ফলে ভারতের ক্রিকেট মাঠে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

এশিয়ার ক্রিকেটে নতুন বিতর্ক

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) না খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন আফগানিস্তানের ক্রিকেটারেরা। নিলামের জন্য নাম নথিভুক্ত করানো আফগান খেলোয়াড়েরা সরে দাড়িয়েছেন। মহম্মদ নবি, ফজলহক ফারুকিরা নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন পিএসএলের নিলাম থেকে।

বিপাকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পিএসএলের আকর্ষণ ধরে রাখার ক্ষেত্রে ধাক্কা খেলেন মহসিন নকভিরা। নিলামের আগে নাম তুলে নিলেন আফগানিস্তানের ক্রিকেটারেরা। নবি, ফারুকি ছাড়াও পিএসএলের নিলামে নাম নথিভুক্ত করিয়েছিলেন মুজিব উর রহমান, সিদ্দিকুল্লা অটল, ওয়াকার সামালখেলির মতো প্রথম সারির আফগান ক্রিকেটারেরা।এর আগে রহমানুল্লাহ গুরবাজও নিজেকে পিএসএল থেকে সরিয়ে নেন। তাঁকে সরাসরি চুক্তিবদ্ধ করেছিল পেশোয়ার জালমি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে সই করানোয় সমালোচনার মুখে পড়েন পেশোয়ার কর্তৃপক্ষ। সে কারণে রহমানুল্লাহ নিজেকে সরিয়ে নেন পিএসএল থেকে। ওই ঘটনার পর আফগানিস্তানের অন্য ক্রিকেটারেরাও পিএসএল না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।পিএসএলের সিইও সলমন নাসির বলেছেন, "পেশোয়ার কর্তৃপক্ষ রহমানুল্লাহকে সই করানোর বিতর্ক তৈরি হয়। পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কের উত্তেজনার প্রভাব পড়ে। বিতর্কের জন্য রহমানুল্লাহ পিএসএল না খেলার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনার পর বিতর্ক এড়াতে আফগানিস্তানের বাকি ক্রিকেটারেরাও নাম প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন।"পিএসএলে রহমানুল্লাহের ঘটনার সঙ্গে আইপিএলের মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কের কিছুটা মিল রয়েছে। আইপিএলের গত নিলামে বাংলাদেশের জোরে বোলারকে ৯ কোটি ২০ লাখ টাকায় কিনেছিল কেকেআর। পরে বাংলাদেশের জোরে বোলারকে নিয়ে আপত্তি জানান বিজেপি-সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা। প্রতিবাদে মুখ খোলেন কয়েক জন ধর্মীয় নেতাও। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ইস্যুকে সামনে এনে আইপিএলে মুস্তাফিজুরের খেলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। বিতর্ক বাড়তে থাকায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে কেকেআর কর্তৃপক্ষ দল থেকে বাদ দেন মুস্তাফিজুরকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

শুধু আগরতলা নয় সমগ্র রাজ্যের সমান উন্নয়নই সরকারের লক্ষ্য: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়নের এক নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। সমাজের অন্তিম মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করছে।

আজ উদয়পুরে তিনটি প্রকল্পের ভার্চুয়াল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলি শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, পরিবেশ সংরক্ষণ, নগরায়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত উন্নতির শিখরে পৌঁছাবে এবং এই লক্ষ্যে সকলকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দ্রুত কর্মসূচি রূপায়ণ করছে এবং মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য গরীব, কৃষক, মহিলা ও যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়ন। তিনি দেশের একজন সৎ অভিভাবক হিসেবে সব ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দেশকে সুরক্ষিত রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে প্রায় ১.৩০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। মহাকরণ থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত পেপারলেস প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। গোয়া ও মিজোরামের পর ত্রিপুরা পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যের মর্যাদা অর্জন করেছে। জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে মিলিয়ে রাজ্য ৩৪৭টি পুরস্কার লাভ করেছে। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে শীঘ্রই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হবে বলে তিনি জানান। আগরতলা থেকে উদয়পুর পর্যন্ত সড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজও শুরু হবে। তিনি বলেন, শুধু আগরতলার উন্নয়ন নয়, সমগ্র রাজ্যের সমান উন্নয়নই সরকারের লক্ষ্য। উদয়পুরের টেপানিয়াতে একটি আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৪৫০ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে এম.বি.বি.এস. এবং ৬৩ জন বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। একটি হেলথ ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৯২৩ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক রয়েছে, যা আগে ছিল মাত্র ১৯৮ কিলোমিটার।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি উদয়পুর শহরকে পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বন্যার হাত থেকে উদয়পুর শহরকে রক্ষা করতে নদীভাঙন প্রতিরোধে রাস্তা নির্মাণ ও বোল্ডার বসানোর কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এছাড়াও জগন্নাথ দীঘির সৌন্দর্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে বনদুয়ারে ৫০টি পীঠ মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মহাদেব দীঘির সৌন্দর্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। খুব শীঘ্রই অমর সাগরের সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হবে, যার জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু ল্যাথের এবং সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, পুলিশ সুপার ডা. কে. কিরণ কুমার প্রমুখ। উল্লেখ্য, প্রকল্প তিনটি হলো এস.টি.পি. প্রকল্প, রিভারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প এবং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। এতে ব্যয় হবে প্রায় ৮৩ কোটি টাকা।

ছৈলেংটায় সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিভিন্ন আসনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে আজ ছৈলেংটা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক তথা ইআরও সুব্রত দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মহকুমা শাসক জানান, ৫-ছামনু আসনে ৪৭টি, ৬-মনু ছৈলেংটা আসনে ৪০টি এবং ৭-দামছড়া-কচুছড়া আসনে ৫২টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির তালিকা বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বৈঠকে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ছাড়াও ডিসিএম দীপক চন্দ্র শর্মা, এইও অযোধ্যা জমাতিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে নিঃস্ব শ্রমিক পরিবার

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: ঊনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লক অফিস-এর বিপরীতে এক দিনমজুর পরিবারের বসতঘরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সম্পূর্ণ বাড়ি। আগুনের সূত্রপাত নিয়ে মতভেদ থাকলেও পরিবারটির দাবি, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও গাড়িতে পর্যাপ্ত জল না থাকায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

পরে স্থানীয় পুকুর থেকে জল এনে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কৈলাসহর থানা-র ওসি তাপস মালাকার ও এসআই দেবব্রত শীল সহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

অগ্নিকাণ্ডে দিনমজুর দয়াল বাউরির পরিবারের সমস্ত আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুড়ে যায়। বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে পরিবারটি। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে সরকারি সহায়তা না পেলে এই নিঃস্ব পরিবারের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

এডিসি নির্বাচন: কুমারঘাটে খসড়া পোলিং স্টেশনের তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের খসড়া পোলিং স্টেশনের তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার এন. এস. চাকমা তার নিজ অফিস কক্ষে ৪-করমছড়া (এস.টি.) জেলা পরিষদ কেন্দ্রের ও ২-মাছমারা জেলা পরিষদ কেন্দ্রের খসড়া পোলিং স্টেশনের তালিকা প্রকাশ করেছেন।

খসড়া তালিকায় ৪-করমছড়া (এস.টি.) জেলা পরিষদ কেন্দ্রের জন্য ৫০টি পোলিং স্টেশন এবং ২-মাছমারা জেলা পরিষদ কেন্দ্রের জন্য ৪২টি পোলিং স্টেশনের তালিকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখিত দুটি জেলা পরিষদ কেন্দ্রের খসড়া পোলিং স্টেশনের উপর দাবি, আপত্তি ও মতামত জানানোর শেষ তারিখ আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। এ বিষয়ে দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ এবং চূড়ান্ত পোলিং স্টেশনের তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। খসড়া পোলিং স্টেশনের তালিকা প্রকাশের সময় মহকুমা শাসক কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন ডি.সি.এম. তথা এ.ই.আর.ও. সুশান্ত দত্ত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বগণ।

দেশ জুড়ে 'স্মার্ট মিটার পখওয়াড়া' গ্রাহক বান্ধব বিদ্যুৎ পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও ঝামেলামুক্ত বিলিংয়ের বার্তা

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ ও গ্রাহক বান্ধব করে তুলতে গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যজুড়েও 'স্মার্ট মিটার পখওয়াড়া' (বা স্মার্ট মিটার সচেতনতা পাক্ষিক) উদযাপন করছে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড। ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এই জন সচেতনতা মূলক কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মধ্যে স্মার্ট মিটারের সুবিধা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা তুলে ধরা হচ্ছে।

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল গ্রাহকদের কাছে স্মার্ট মিটারের ব্যবহার ও উপকারিতা সহজ ভাবে পৌঁছে দেওয়া। স্মার্ট মিটার বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ঝামেলাহীন করার পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য স্বচ্ছ বিলিং নিশ্চিত করে। ফলে বিল সংক্রান্ত বিভ্রান্তি কমবে এবং গ্রাহকরা নিজেদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর আরও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন।

এই পক্ষকাল উপলক্ষে জেলা, নগর পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় এবং বাড়িতে বাড়িতে এমনকি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পর্যায়েও চলছে প্রচার। ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩১টি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরায় সর্বাধিক ১০টি শিবির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও গোমতী জেলায় ৮টি, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৪টি, উত্তর ত্রিপুরায় ৪টি, সিপাহিজলায় ২টি, খোয়াইয়ে ২টি এবং ধলাই জেলায় ১টি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই শিবির গুলিতে গ্রাহকদের সঙ্গে সরাসরি মত বিনিময় সভা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। পাশাপাশি তথ্য সমৃদ্ধ লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষ সহজ ভাষায় স্মার্ট মিটারের সুবিধা বুঝতে পারেন। শিবির গুলিতে লাইভ ডেমোনস্ট্রেশনের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে কীভাবে স্মার্ট মিটার কাজ করে এবং কীভাবে এটি বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য রিয়েল টাইমে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্মার্ট মিটার ব্যবহারের ফলে গ্রাহকরা তাদের বিদ্যুৎ খরচ মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারবেন। এতে অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ অপচয় কমানো সম্ভব হবে এবং গ্রাহকরা নিজেদের ব্যবহারের উপর সচেতন হয়ে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা করতে পারবেন। একই সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় বিলিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিল সংক্রান্ত ভুলত্রুটি বা অতিরিক্ত বিলের সমস্যাও অনেকাংশে দূর হবে।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় সহায়তা কেন্দ্র বা হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে এবং গ্রাহকদের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে কীভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য দেখা যায়, তারও প্রদর্শনী করা হচ্ছে। ফলে গ্রাহকরা ঘরে বসেই নিজেদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের হিসাব রাখতে পারবেন এবং বিল সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা পাবেন।

নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্মার্ট মিটার বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করার পাশাপাশি গ্রাহকদের সময় ও শ্রম বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে পরিষেবার মান উন্নত হবে এবং গ্রাহকদের স্বচ্ছ ও নির্ভুল পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এই কর্মসূচিকে সফল করতে সকল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে নিগম কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মতে, স্মার্ট মিটার শুধু একটি আধুনিক প্রযুক্তি নয়, বরং ভবিষ্যতের উন্নত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পরিষেবার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আমবাসা রেল স্টেশনে ৩২ কেজি গাঁজা সহ পাঁচজন আটক

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আমবাসা রেল স্টেশন এলাকা থেকে চার যুবক ও এক যুবতীকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ আটক করল আমবাসা থানা পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে গতকাল রাতে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সন্দেহভাজনদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাদের আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাদের দেহ ও সঙ্গে থাকা ব্যাগ এবং দুটি ট্রলি তল্লাশি চালিয়ে মোট ১৬টি প্যাকেটে প্রায় ৩২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে নিরুপম দত্ত, আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, জানান যে গোপন তথ্যের ভিত্তিতেই এই সাফল্য মিলেছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কৈলাসহর পাইতুরবাজারে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আশঙ্কাজনক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ ফেব্রুয়ারি: রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল কৈলাসহর। পাইতুরবাজার এলাকায় দ্রুতগতির দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল এলাকা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মোট ৩ জন, যার মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

গতকাল রাতে কৈলাসহর বাজারের দিক থেকে একটি বাইক পাইতুরবাজারের দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে পাইতুরবাজার থেকে একটি বাইক শহরের দিকে আসছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুটি বাইকই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ধাক্কা এতটাই জোরালো ছিল যে দুটি বাইকেরই সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সুশিক্ষার বিকাশের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথা ও গার্হস্থ্য হিংসা সমাজ থেকে নির্মূল করা সম্ভব: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: বাল্যবিবাহ ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মতো পণপ্রথা এবং গার্হস্থ্য হিংসাও আমাদের সমাজের একটি বিরাট সামাজিক ব্যাধি। একমাত্র সুশিক্ষার বিকাশের মাধ্যমেই এই ব্যাধি সমাজ থেকে নির্মূল করা সম্ভব। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ পোলো টাওয়ার্সের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত পণপ্রথা ও গার্হস্থ্য সহিংসতা প্রতিরোধ এবং লিঙ্গ সমতা প্রসারে আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থা বিষয়ক ও নারীর ক্ষমতায়ন সৃষ্টি নিয়ে রাজ্যভিত্তিক কর্মশালার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, সামাজিকভাবে মানুষের মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে সক্রিয়ভাবে বাল্যবিবাহ হোক বা পণপ্রথা হোক বা গার্হস্থ্য হিংসাই হোক পুরোপুরিভাবে বন্ধ করা যাবে না। এজন্যই আজকের এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর প্রতিবছরই রাজ্যের জেলাগুলিতে এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। গত বছরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রাজ্যে ১,০৮৮টি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এই ধরনের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই হলো রাজ্য থেকে বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ও গার্হস্থ্য হিংসার নির্মলীকরণ। তিনি বলেন, পণপ্রথা রাজ্যে আগের থেকে অনেকটাই কমেছে। তাতে বুঝা যায় এই ধরনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সফল হচ্ছে। সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় গার্হস্থ্য হিংসা বিষয়ে বলেন, পারিবারিক কলহের জন্য বাল্যবিবাহও অনেকাংশে দায়ী বলে মনে করা হয়।

এর থেকে সমাজকে সুরক্ষিত করতে গেলে অবশ্যই বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে হবে। অন্যদিকে, অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভেদ না করে সমমর্যাদায় তাদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। পণপ্রথা ও গার্হস্থ্য হিংসা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বর্তমানে কঠোর আইন যেমন প্রণয়ন করা হয়েছে তেমনি দুঃস্থ মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ভাতারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, নানাভাবে বঞ্চিত মহিলাদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এই ভাতা দেওয়া হয়। বর্তমানে রাজ্যের ৮৯,৪৭০ জন মহিলাকে মাসে ২ হাজার টাকা করে সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রকল্পে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ৭,৫০৩ জন মহিলাকে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে, ১৭,০৬৬ জন মহিলাকে জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা ইনসেনটিভফর গার্লস চাইল্ড প্রকল্পে ১৬ বছর বয়সী রাজ্যের ৬৭,৯৪৮ জন কন্যা সন্তানকে মাসে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার সবরকম প্রয়াসই চালিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও করে যাবে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা বলেন, পণপ্রথা ও গার্হস্থ্য হিংসা বর্তমানে রাজ্যে অনেকটাই কমেছে। মহিলা কমিশন এজন্য সারা বছরই রাজ্যের জেলাগুলিতে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করছে। আগামী ৭ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মহিলাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার।

কর্মশালায় লিঙ্গ সমতা ও সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষার ভূমিকা, সচেতনতা এবং সমাজভিত্তিক অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা চন্দ্রিকা বসু মজুমদার।

পণপ্রথা নিষেধ আইন, গার্হস্থ্য সহিংসতা সম্পর্কিত আই.পি.সি. ধারা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা করেন আইন দপ্তরের অবর সচিব দীপান্বিতা গাঙ্গুলি। পণপ্রথা ও লিঙ্গ সমতা সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ নিয়ে সরকারি উদ্যোগ কি অবস্থায় আছে সে বিষয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের আইন বিশেষজ্ঞ দেবস্মিতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল, রাখল। কর্মশালায় রাজ্যের সমাজকল্যাণ দপ্তরের কর্মীগণ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবীগণ অংশগ্রহণ করেন।

ফুলকুমারী দরগাহ, মাজারে, উভয় ধর্মের, অনুষ্ঠানকে ঘিরে, ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৩ ফেব্রুয়ারি: কথায় বলে, ধর্ম যার যার উৎসব কিন্তু সবার। পাঠক হৃদয়ের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি, সোনামুড়া মহাকুমার অন্তর্গত, বক্সনগর আর ডি ব্লকের, বাতা দোলা গ্রামের সীমান্তবর্তী এরিয়া ফুলকুমারী গাজী শাহ দরবার শরিফ, সোনাতনী ধর্মের লোকেরা বলেন মাতা ফুলকুমারী দেবী।

বক্সনগর সোনামুড়া রাস্তার পশ্চিম দিকে বাতা দোলা বাজার থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার একদম সীমান্ত বর্তি রাবার বাগানের মাঝে, নিরব নির্জন স্থানে অবস্থিত দরগাহ শরীফ।বাতা ধলা গ্রামের প্রাচীন মুরববীদের , মুখ থেকে আমরা শুনতে পেলাম, আজ থেকে বহু বছর আগে অর্থাৎ, পাকিস্তান আমলে, জোর জঙ্গল জাপে ভর্তি ছিল, চতুর্দিকে বন বনানী শালগাছ বিভিন্ন গাছ গাছালি ছিল। পারি মাঝখানে একটা মাটির উঁচু ট্যাম্বা ছিল, যার সামনে ময় মুরুব্বী, শালপাতার মাধ্যমে সিন্নি রান্না করে মানুষি করতেন, মাতাফুল কুমারির নিকট, যা ছিল ভক্তি বিশ্বাস আর আত্মার প্রতীক, যার যে মনস্কামনা করতেন,সেই আশাপূর্ণ করতেন মাতা ফুলকুমারী। সেখান থেকে আশা, ভরসা, আর বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে, হিন্দু মুসলিম দের ধর্মীয় নির্জন স্থান।

প্রতিবছর মাঘ মাসের ২২ তারিখ মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা ফুলকুমারী বাবা গাজী দরগাহে ওরস মাহফিল অনুষ্ঠান করা হয়। প্রচুর ভক্ত আশেকের সমাগম ঘটে ঔরস দরবার শরীফে। যাকে কেন্দ্র করে মিলাদ মাহফিল, জিগির আশরা, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা হয়। তার পাশাপাশি ২৯ শে মাঘ অর্থাৎ আজ, শুক্রবার ঊষার লগ্ন থেকে সনাতনী ধর্মীয় রিতি রেওয়াজ অনুসারে পূজা মাধ্যমে, উদয়স্থ কীর্তন শুরু। বেলা যত গড়ায় ততই ভক্তের ঢল,বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশু থেকে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই উপস্থিত, ফুলকুমারী দশর্ণ পেতে, যেন সার্ধপূর্ণ মিলনমেলার রূপ।, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নিরব নির্জন স্থানে যেন উৎসবের অনাবিল আনন্দ ভক্তের মাঝে বিরাজমান।

দূর দুরান্ত থেকে অনেক ভক্তবৃন্দরা এসেছেন। যাদের কেন্দ্র করে মিলন মেলার অরূপ দৃশ্য দেখতে পেলাম। সন্ধ্যার দিকে বক্সনগর আর ডি ব্লকের চেয়ারম্যান স্বপ্না নম দাস, এবং বাতাধোলা বিএসএফ ক্যাম্পের, কোম্পানি কমান্ডার প্রমোৎ সিং উপস্থিত হয়ে, অনাবিল আনন্দ উৎসাহে উদ্দীপনায় মেতে উঠেন। বক্সনগর আর ডি ব্লকের চেয়ারম্যান তথা স্বপ্ন নম দাস বলেন, মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়ন মনি, হিন্দু তাহার প্রাণ। এই ফুলকুমারী মায়ের দরগাহে মুসলিম এবং হিন্দুদের দুটো অনুষ্ঠান বছরে ব্যাপক আকার প্রকার রূপ ধারণ করে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যার যার মনস্কামনা নিয়ে উপস্থিত হন দরগাহ শরীফে এবং এখান থেকে ভক্তি বিশ্বাস ভালোবাসা, পরম করুনাময় দয়াল ফুলকুমারী বাবার দরগাহ শাহে মঙ্গল।

এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্রু অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপিতে গণযোগদান

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী: আসন্ন এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড়। তিপ্রা মথা শিবিরে ভাঙনের আবহের মধ্যেই শুক্রবার দুপুরে গঙ্গানগর স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত জগদ্বন্ধু পাড়ায় ব্রু-শরণার্থী অধ্যুষিত এলাকায় আয়োজিত হল ভারতীয় জনতা পার্টি---র এক যোগদান সভা। সেখানে ১০৯ পরিবারের মোট ২৪৫ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির পতাকা গ্রহণ করেন।

এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা—সহ মণ্ডল ও জেলা স্তরের একাধিক নেতৃত্ব।

দলীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও মৌলিক পরিষেবা সংক্রান্ত নানা দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়ায় ব্রু সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সেই অসন্তোষ থেকেই এই গণযোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যোগদান সভার আগে জগদ্বন্ধু পাড়া ও সংলগ্ন বাজার এলাকায় একটি মিছিল ও পরিক্রমার আয়োজন করা হয়। ওই মিছিলে স্বয়ং অংশ নেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। পরিক্রমা শেষে সভাস্থলে পৌঁছে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ''মায়া কান্না দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাজনীতি করা উচিত নয়। বারবার নানা দাবি তুলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা জনজাতি মানুষের প্রকৃত স্বার্থরক্ষা করে না।" তাঁর অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে এডিসি প্রশাসনের অধীনে জনজাতি উন্নয়নে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

বক্তৃতায় তিনি আরও জানান, বিজেপি সরকার জনজাতি মানুষের উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী দিনে ব্রু সম্প্রদায়সহ সব জনজাতি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একাধিক প্রকল্প কার্যকর করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে এই গণযোগদান জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

রাজ্য সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে বেকার যুবক যুবতীদের স্বাবলম্বী করার প্রয়াস নিয়েছে। তবে এজন্য চাই সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রম। তবেই সফলতা আসবে। রাজ্য সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা আজ তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের স্মার্ট ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরের স্কিল ইন্ডিয়া কমপিটিশনে (২০২৫-২৬) বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি দক্ষতা অর্জনের জন্য "সফট স্কিলস এন্ড ইন্টারভিউ প্রিপেয়ার্ডনেস এবং অ্যাডভান্স জি ডি এ কোর্সেস ফর নার্সিং প্রফেশন্যালস" এই দু"টি কোর্সের সূচনা করেন। এছাড়া তিনি সম্প্রতি আসাম রাজ্যে অনুষ্ঠিত রিজিওন্যাল ইন্ডিয়া স্কিলস কমপিটিশনে রাজ্যের ২ জন স্বর্ণ পদক, ২ জন রৌপ্য পদক, ১ জন ব্রোঞ্জ পদক এবং ১ জন মেডালিয়ন অফ অ্যাক্সিলেন্স পদক বিজয়ীকে পুরস্কৃত করেন। মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে তিনি বিজয়ীদের হাতে যথাক্রমে ৭৫ হাজার, ৫০ হাজার ও ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, প্রত্যেক যুবক ও যুবতীর মধ্যে ভাল গুণাবলী রয়েছে। একে সততার সাথে বিকশিত করলে তারা যেমন স্বাবলম্বী হতে পারবে তেমনি দেশ ও রাজ্য এগিয়ে যাবে। তিনি প্রশিক্ষকদেরও সদর্থক ভূমিকা নেবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্কিল মানে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন। এটা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার সাহস যোগায়। যে দু"টি কোর্স চালু করা হয়েছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে শিখতে হবে। তবেই আমরা এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে পারবো। তিনি পদকজয়ীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে জিডিএ কোর্সে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৮ মাস ব্যাপী নার্সিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে ৮০০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। সফট স্কিল এন্ড ইন্টারভিউ প্রিপেয়ার্ডনেস কোর্সে (এস এস আই পি) বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজে পড়ুয়া ২০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে দক্ষতা অর্জন সহ চাকরি ক্ষেত্রে ইন্টারভিউতে বসার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্কিল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে ত্রিপুরা থেকে ১৬টি ট্রেডে ২৮ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। তিনি রাজ্য স্তরের বিভিন্ন ট্রেডে বিজয়ী মোট ৪১ জনের হাতে মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেন। এছাড়া তিনি টিম লিডারদেরও পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে। দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সতীর্থা পাল।

খোয়াইয়ে বিলাসবহুল গাড়ি থেকে ১২১ কেজি গাঁজা উদ্ধার, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: আজ বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ খোয়াই থানাধীন বারবিল গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে একটি বিলাসবহুল গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় দুই যুবককে আটক করা হয়েছে।

খোয়াই থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাদা পোশাকে পুলিশ টিআর-০১-এল-৩৯২৩ নম্বরের একটি সন্দেহজনক গাড়ির উপর নজরদারি চালায়। পরে গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে সেখান থেকে ১২১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়।

গাড়িতে তিনজন ব্যক্তি থাকলেও ঘটনাস্থল থেকে দু'জনকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের নাম জয়ন্ত সরকার(২৬), বাড়ি আগরতলার মধুবন এলাকায় এবং রনি রুদ্রপাল (২২), বাড়ি আগরতলার পঞ্চমুখ এলাকায়। অপর একজনের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশের দাবি, গোপন খবরের ভিত্তিতে চালানো এই অভিযানে বড় সাফল্য মিলেছে। অভিযানে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ আধিকারিক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, খোয়াই থানার ওসি কৃষ্ণ ধন সরকার, ডেপুটি কালেক্টর সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 14-02-2026, 01:13